



সেই অস্ত্র

- আহসান হাবীব



➡ কবিতা বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✖ শিখন ফল.....	৪
✖ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✖ লেখক পরিচিতি.....	৪
✖ উৎস পরিচিতি.....	৫
✖ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✖ নামকরণ.....	৫
✖ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✖ বানান সতর্কতা.....	৬

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✖ অনুশীলনের প্রশ্নোত্তর.....	৭
✖ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✖ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✖ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✖ বাড়ির কাজ.....	৩২
✖ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

✖ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

✱ শিখন ফল

- অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক রূপটি উপলব্ধি করতে পারবে।
- ভালোবাসার শক্তিকে অনুভব করতে পারবে।
- প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিখবে।
- মানবতাবোধ জাগ্রত হবে।
- মহাবিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- পৃথিবীতে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ভাবতে শিখবে।
- সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির চেতনা জাগ্রত হবে।
- বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- আত্মত্যাগের প্রতি উজ্জীবিত হতে পারবে।

✱ পাঠ-পরিচিতি

“সেই অস্ত্র” কবিতাটি আহসান হাবীবের ‘বিদীর্ণ দর্পণে মুখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এই কবিতায় কবির একমাত্র প্রত্যাশা – ভালোবাসা নামের মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। কবির কাছে ভালোবাসা কেবল কোনো আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না। তাঁর বিশ্বাস, এটি মানুষকে সকল অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়। তাই কবি বিশ্বের মানবকুলের কাছেই এই ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছেন। মানুষ যদি অপর মানুষের হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকে তবে পৃথিবীতে বিরাজ করবে শান্তি; পৃথিবী এগিয়ে যাবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিদ্বেষের বিষবাক্ষকে যদি অপসারণ করতে হয় তবে ভালোবাসা নামক অস্ত্রকে কবির কাছে এবং কবির মতো আরও বহু মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবি জানান, হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল গ্রাসে অনেকেই মানবিকতাহীন হয়ে পড়ে। আর তাই কবি মানবিকতার সেই হৃতবোধকে ফিরে পেতে চান তথা মানবসমাজে ফিরিয়ে দিতে চান। পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চান অফুরান ভালোবাসা।

কবিতাটির গঠনগত বিশেষত্ব হলো, এর অনাড়ম্বর সহজ গতিময়তা। কোনো ভারী শব্দ ব্যবহার না করে সাবলীল ভাষায় কবি তাঁর একান্ত প্রত্যাশিত ভালোবাসার প্রত্যাবর্তন কামনা করেছেন। রচিত এই কবিতাটি শান্তিপ্ৰিয় পৃথিবীবাসীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনাসংগীত।

কবিতাটি অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্বগুলোর বিন্যাসও অসম।

✱ কবি পরিচিতি

নাম	আহসান হাবীব।
জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ : ২ জানুয়ারি, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : শঙ্করপাশা, পিরোজপুর।
শিক্ষাজীবন	উচ্চ মাধ্যমিক : আইএ, ব্রজমোহন, কলেজ, বরিশাল।
কর্মজীবন	সহকারী সম্পাদক— দৈনিক তকবীর, মাসিক বুলবুল; ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক— মাসিক সওগাত। স্টাফ আর্টিস্ট— আকাশবাণী, কালকাতা, সাংবাদিকতা— দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, দৈনিক কৃষক, দৈনিক ইত্তেহাদ, সাপ্তাহিক প্রবাহ। সাহিত্য সম্পাদক— দৈনিক পাকিস্তান (পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলা)।
সাহিত্যকর্ম	কাব্যগ্রন্থ : রাত্রিশেষ, ছায়াহরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, বিদীর্ণ দর্পণে মুখ প্রভৃতি। গদ্যগ্রন্থ : অরণ্যে নীলিমা, রাণী খালের সাঁকো প্রভৃতি। শিশুতোষ গ্রন্থ : ছোটদের পাকিস্তান, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, ছুটির দিন দুপুরে।
পুরস্কার ও সম্মাননা	বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), একুশে পদক (১৯৭৮) প্রভৃতি।
জীবনাবসান	মৃত্যু তারিখ : ১০ জুলাই, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে।

✱ উৎস পরিচিতি

“সেই অস্ত্র” কবিতাটি আহসান হাবীবের ‘বিদীর্ণ দর্পণে মুখ’ কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

✱ বস্তুসংক্ষেপ

বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গানের অভিভাবক, পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি আহসান হাবীব। তিনি ত্রিশোত্তর কবিদের ধারায় বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক কবি। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানবজাতির কল্যাণে কবি প্রবল আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির চরণে চরণে পুনঃমানবিকীকরণের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন কবি আহসান হাবীব। কবিতায় কবি ‘সেই অস্ত্র’ ফিরে চেয়েছেন যে অস্ত্র মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখবে। যার আঘাতে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র ধ্বংস হবে। সাহিত্যের গুণগত মানকে সম্মান জানিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বর্তমান পৃথিবীর বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায়। ক্ষমতার দম্বে অন্ধ পৃথিবীর মানুষকে তিনি জীবনের অমোঘ ডাক, অর্থাৎ মানবিকতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন কবিতাটিতে। কবি সেই অস্ত্র চেয়েছেন, যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য হবে আরও সবুজ, পাখিরা শান্তিতে নীড়ে ঘুমাবে, ফসলের মাঝে আগুন জ্বলবে না, মানব বসতির বুকে আগুন বরবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষ হবে না পঙ্গু। সেই অস্ত্র উত্তোলিত হলে বারবার ধ্বংস হবে না ট্রয় নগরী, থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, জাত্যাভিমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার। সে অস্ত্র মানুষের আধিপত্য বিস্তারের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, মানুষের মাঝের ভেদাভেদকে ভুলিয়ে করবে সমাবিষ্ট— সেই অমোঘ অস্ত্রটি হলো ‘ভালোবাসা’। কবি এই অস্ত্রের আঘাতে সারা পৃথিবীতে শান্তির প্লাবন ঘটাতে চান। তাই তো তিনি ভালোবাসা নামক অস্ত্রটির প্রত্যাশা করেন বিশ্বব্যাপী।

✱ নামকরণের সার্থকতা যাচাই

স্বল্পভাষী, আত্মগ্ন, স্পষ্টবাদী মানবদরদি শিল্পী আহসান হাবীবের ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। কারণ দেশ ও জনগণ তথা এই পৃথিবীর প্রতি সংবেদনশীলতা ও সুগভীর জীবনঘনিষ্ঠ আশাবাদী চেতনা কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে। কবি বিশ্বাস করেন ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। শান্তির অস্ত্র ভালোবাসা দিয়ে কবি সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। আরও দেখা যায়, কবির একমাত্র প্রত্যাশা ভালোবাসা নামের ঐ মহান অস্ত্রকে পুনরায় এই মানবসমাজে ফিরে পাওয়া। কবি এই কবিতায় বর্ণনা করেছেন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বিদ্বেষের বিষবাক্ষকে যদি অপসারণ করতে হয় তবে ভালোবাসা নামক অস্ত্রকে কবির কাছে এবং কবির মতো বহু মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। কবিতাটি যেন শান্তিপ্ৰিয় পৃথিবীর জন্য এক চিরায়ত প্রার্থনা সঙ্গীত। মূলবক্তব্য তথা বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে কবিতার নামকরণ করা হয়েছে বিধায় সেই অস্ত্র নামকরণ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

✱ শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|--|---|
| অমোঘ | — অব্যর্থ, সার্থক, অবশ্যস্বাবী। |
| যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র
হবে আনত | — কবি ভালোবাসা আর শান্তির অস্ত্র দিয়ে সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। |
| যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
ফসলের মাঠে আগুন
জ্বলবে না | — কবি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসা দিয়ে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। ভালোবাসা থাকলে মানুষ মানুষকে শত্রু ভাববে না, কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে এবং বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না। |
| যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে
আগুন বরবে না | — কবি এখানে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট-বড় ক্ষেপণাস্ত্রের কথা বুঝিয়েছেন। কবি চান, মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়াবহতায় জড়িয়ে না পড়ে, বিশ্বে যেন শান্তি নিশ্চিত হয়। |
| মানব বসতির বুকে মুহূর্তের
অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে
করবে পঙ্গু-বিকৃত | — ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে নিজের উৎকণ্ঠা কবি এখানে প্রকাশ করেছেন। অনুমান করা যায়, কবিচৈতন্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি জাগ্রত ছিল। তাই আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্গুত্ব বরণকারী বহু মানুষের আত্ননাদ কবির এই যুদ্ধবিরোধী মননকে আন্দোলিত করেছে। |

- ট্রয়নগরী – প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত এক শহর। মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষা আর দম্ভের শিকার হয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার ধ্বংস হয়েছে এই নগরী। যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত এই ট্রয়।
- জাত্যাভিমান – কোনো যুক্তি ছাড়াই নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব।
- সমাবিষ্ট – সমভাবে আবিষ্ট। সমাবেশ হয়েছে এমন; সমবেত হওয়া অর্থে।

✱ বানান সতর্কতা

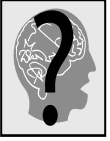
অসুত্র, সভ্যতা, প্রতিশ্রুতি, অনন্য, উন্মোচিত, অরণ্য, কল্লোলিত, খাঁ খাঁ, গৃহস্থালি; ব্যাপ্ত, নক্ষত্রখচিত, মুহূর্ত, অগ্ন্যুৎপাত, পঙ্জু-বিকৃত, বিধ্বস্ত, অবিনাশী, প্রত্যাশী, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, জাত্যাভিমান, নিশ্চিহ্ন, সমাবিষ্ট, ব্যাপ্ত।

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ
মানুষের মাঝে কতু রবে না বিচ্ছেদ—
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।

.....
হিংসা ঘেঁষে রহিবে না কেহ কারে করিবে না ঘৃণা
পরস্পরে বাঁধি দিব প্রীতির বন্ধনে
বিশ্বজুড়ে এক সুরে বাজিবে গো মিলনের বীণা
মানব জাগিবে নব জীবন স্পন্দনে।



- ক. “সেই অসুত্র” কবিতায় বর্ণিত নগরটির নাম কী? ১
- খ. “লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্জু-বিকৃত।”— উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. কবিতাংশের প্রথম স্তবকে “সেই অসুত্র” কবিতার কোন ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “কবিতাংশের দ্বিতীয় স্তবক যেন কবি-ভাবনার চূড়ান্ত প্রতিফলন”— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবিতায় বর্ণিত নগরীর নাম ট্রয় নগরী।

খ অনুধাবন

- প্রশ্লোক্ত চরণে ভালোবাসাহীন বিদ্বেষপূর্ণ পৃথিবীতে যুদ্ধের অনিবার্য ক্ষতি সম্পর্কে কবির উৎকর্ষার প্রকাশ ঘটেছে।
- মানুষ যদি অপর মানুষের প্রতি হিংসা, লোভ, ঈর্ষা থেকে মুক্ত না থাকে তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসবে। কবি এই বিপর্যয় আশঙ্কায় ভীত। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়েছেন। তাই তিনি আণবিক বোমার আঘাতে মৃত কিংবা প্রজন্ম-পরম্পরায় পঙ্জুত্ববরণকারী মানুষদের প্রতি সমবেদনার চেতনার ভাবটি প্রকাশ করেছেন চরণটিতে।

গ প্রয়োগ

- কবিতাংশের প্রথম স্তবকে ‘সেই অসুত্র’ কবিতায় মানবসমাজের সকলের প্রতি ভালোবাসার ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।
- ভালোবাসা দ্বারা পৃথিবীর সকল অজেয় ক্ষেত্রকে জয় করা সম্ভব। ভালোবাসার শক্তি অসীম। মানুষের মাঝে এই ভালোবাসার মিলন মেলা বসাতে পারলে পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যার সমাধান হতো। অথচ মানুষ এই সহজ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না বা করে না। এজন্য সারা পৃথিবীতে এত অশান্তি, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে।
- উদ্দীপকে কবি সবাইকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। নিজের আত্মপ্রসাদে বিভোর হয়ে আপনপর ভেদাভেদ না করে এক নতুন সমাজ গঠন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। মানুষের মাঝে কোনো বিচ্ছেদ ভাব কবি কামনা করেন নি। সর্বত্র একটা মৈত্রীর ভাব বিরাজ করবে এটাই কবি প্রত্যাশা করেন। এই ভাবটি ‘সেই অসুত্র’ কবিতাতেও পরিলক্ষিত হয়। কবিতায় কবি এমন অসুত্র ফিরিয়ে দিতে বলেছেন, যে অসুত্রের আঘাতে মাঠে আগুন জ্বলবে না। খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি, নক্ষত্র খচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরবে না। সে অসুত্র ভালোবাসার। কবি ভালোবাসা দিয়েই এই বিশ্বের সমস্ত হিংসা হানাহানি বন্ধ করতে চান। মানুষের মাঝের জাত্যাভিমানের দেয়াল ভেঙে ফেলতে চান। ঘৃণা বিদ্বেষ দূর করে সবাইকে ভালোবাসার মাধ্যমে এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী পৃথিবী গঠন করতে চান। কবিতার এই ভাবটিই উদ্দীপকের প্রথম স্তবকে প্রতিফলিত হয়েছে।

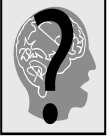
ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- কবিতাংশের দ্বিতীয় সতবক যেন কবির ভাবনার চূড়ান্ত প্রতিফলন— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের প্রতি যখন ভালোবাসা-বোধের সৃষ্টি হয় তখন চিত্তজগৎ মহৎ হয়। সেই মহৎ চেতনা মানবসমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। এটি মানুষকে সব ধরনের অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ বাতলে দেয়। কিন্তু আমাদের এই মানবসমাজে হিংসা আর স্বার্থপরতার করাল গ্রাসে অনেকেই মানবিকতাশূন্য হয়ে পড়েছে। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসাই পারে একটি বৈষম্যহীন অহিংস মানবসমাজ গড়তে।
- উদ্দীপকের কবি এমন সমাজেরই প্রত্যাশা করেন যেখানে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। কেউ কাউকে ঘৃণা করবে না। পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধে এখানেই স্বর্গ রচনা করবে। সেই জগৎ সংসারে জাগবে নব জীবনের স্পন্দন। উদ্দীপকের এই শেষোক্তভাবে যেন ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবির ভাবনার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবি ভালোবাসা নামের অস্ত্রকে আবারও এই মানবসমাজে ফিরে পেতে চেয়েছেন। কবির কাছে ভালোবাসা কেবল আবেগ কিংবা অনুভূতির দ্যোতনা জাগায় না। এটি মানুষকে অশান্তি, অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণের পথ দেখায়। তাই বলা যায়, প্রশ্লোল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পৃথিবীকে সুন্দর রাখতে হলে প্রকৃতির সাবলীল গতিকে টিকিয়ে রাখতে হবে। বর্তমান পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা, তার অন্যতম কারণ হলো প্রকৃতির বুক থেকে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক নির্যাতন। যেমন— রাসায়নিক অস্ত্র কারখানা, চুল্লি ও অস্ত্র উৎক্ষেপণ পরীক্ষা।



- ক. ভালোবাসার অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য কী হবে? ১
- খ. অরণ্য আরো সবুজ হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রকৃতির সাবলীলতার কথার সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবির আকাঙ্ক্ষার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. “বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক কর্মযজ্ঞের কারণেই বর্তমান প্রকৃতি এত বেশি বিপর্যস্ত”— ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ভালোবাসার অস্ত্র উত্তোলিত হলে অরণ্য আরো সবুজ হবে।

খ অনুধাবন

- অরণ্য আরো সবুজ হওয়ার আবশ্যিকতা অনুভব করার কারণ হলো পৃথিবীর পরিবেশকে আরো সুন্দর, সতেজ ও বসবাস উপযোগী করা।
- প্রাণিকুলের জীবন নির্ভর করে উদ্ভিদের ওপর। সবুজ উদ্ভিদ না থাকলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু বর্বর মানসিকতার মানুষ গাছপালা কেটে পৃথিবীকে ক্রমশ মরুভূমি বানিয়ে ফেলছে। কবি এ মরুভূমির ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চান। এজন্যই কবি অরণ্য আরো সবুজ হওয়া, অর্থাৎ আরো উদ্ভিদের উৎপাদন আবশ্যিক বলে মনে করেন।

গ প্রয়োগ

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতা ও উদ্দীপকে অরণ্যের বৃদ্ধি কামনা করা হয়েছে, যা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।
- পৃথিবীর ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্ভিদ রাখা প্রয়োজন। উদ্ভিদের নিয়ত নিধন মানব সভ্যতাকে দিনে দিনে ভয়াবহ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ বেড়ে চলছে।
- উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে উদ্ভিদের হার কমে যাওয়ায় পৃথিবীতে প্রাকৃতিক জটিলতা দিনদিন বেড়েই চলছে। মানুষ বিভিন্নভাবে বৃক্ষ নিধন করছে। রাসায়নিক কর্মকাণ্ডে উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু এ কাজ কেউ বন্ধ করছে না। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি এ জন্য হাহাকার করেছেন। সবুজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় তিনি অরণ্যকে আরো সবুজ করে তোলায় দাবি জানিয়েছেন। কারণ অরণ্য যত ধূসর হবে, যত নিষ্প্রভ হবে, পৃথিবী ও প্রাণিকুল ততই বিপন্নতার দিকে এগিয়ে যাবে। এদিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার মাঝে আকাঙ্ক্ষাগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

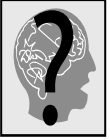
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে প্রশ্লোল্লিখিত উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার করা যুক্তিযুক্ত।
- মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কার করছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। সেই সাথে ধ্বংসযজ্ঞও থেমে নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষ তৈরি করছে নতুন নতুন মৃত্যুবাণ, যা শুধু মানুষকে নয়, পরিবেশ প্রকৃতিকেও ধ্বংস করার

ক্ষমতা রাখে।

- রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের ভয়াবহতা উদ্দীপকের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমানে অস্ত্র-কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে রাসায়নিক প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির প্রভাব পরিবেশে ব্যাপক হারে পড়ছে। দিনদিন নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, ফলে সবুজ অরণ্য আরো নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি এ দিকটি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন, তিনি আরো সবুজ অরণ্য দাবি করেন। যা মানব অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি বর্তমান পৃথিবীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ঘৃণ্য অস্ত্রের কথা বলেছেন। এগুলো হলো মানুষের মনের পঙ্কিলতা থেকে সৃষ্ট অস্ত্র, মানবতাবোধ না থাকায় প্রকাশিত হচ্ছে পাশবিকতা; এই পাশবিকতার চূড়ান্ত রূপ বাস্তবায়ন করতেই মানুষ বানাচ্ছে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক অস্ত্র।
- হাইড্রোজেন বোমা, নিউক্লিয়ার বোমা বা এ জাতীয় অস্ত্র তৈরির জন্য সৃষ্ট রাসায়নিক চুল্লি পরিবেশের জন্য খুব বেশি হুমকিস্বরূপ। বস্তুত, বর্তমান পৃথিবীর হিংস্র মানুষগুলো রাসায়নিক অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে, যা প্রশ্নোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

উদ্দীপক ৩ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

আসুন, চিরচেনা পৃথিবীতে
মানবতার সুর ধরি।
ঝঙ্কার তুলি বিবেকের তারে,
বীণায় বাজাই ভালোবাসার কবিতা।



- ক. সেই অমোঘ অস্ত্র কী? ১
- খ. ‘সভ্যতার প্রতিশ্রুতি’ বলতে কী বোঝ? ২
- গ. “আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও, সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি”—লাইনটির সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের কবি ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবি একই মানসিতার অধিকারী”—মন্তব্যটির সত্যতা প্রমাণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- সেই অমোঘ অস্ত্র হলো ভালোবাসা।

খ অনুধাবন

- সভ্যতার প্রতিশ্রুতি বলতে মানুষের মানবিকতাবোধকে বোঝানো হয়েছে।
- মানুষ সমাজে, রাষ্ট্রে বাস করার জন্য বহুযুগ ধরে চর্চা করে আসছে এবং ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে, মানুষ সামাজিক প্রাণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু ভালোবাসার কারণেই। বস্তুত, যেকোনো সভ্যতা বা সমাজ সৃষ্টির প্রথম শর্ত হলো সহমর্মিতা, ভালোবাসা ও পরোপকারী মনোভাব। এগুলো না হলে কোনো সভ্যতাই সৃষ্টি হতো না।

গ প্রয়োগ

- “আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও, সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি”—চরণটির সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।
- ভালোবাসা মানুষের জীবনে এক মৌলিক প্রয়োজনীয় উপকরণ। ভালোবাসা ব্যতিরেকে সভ্যতা চর্চা করা আদৌ সম্ভব নয়। আবেগের বহিঃপ্রকাশ দুরূহ ও জানার আকাঙ্ক্ষা প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়ে। কারণ ভালোবাসা ছাড়া কোনো কিছুই তার সুন্দর রূপ মেলে ধরে না। কবি তাই মানবতার সুর তুলতে বলেছেন, বিবেকের কাছে আত্মজিজ্ঞাসায় নিমগ্ন হতে বলেছেন। কারণ এর মাধ্যমেই সৃষ্টি হবে ভালোবাসার কবিতা।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি এ ভালোবাসাকে সভ্যতার প্রতিশ্রুতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সভ্যতার প্রাচীন প্রতিশ্রুতি হলো ভালোবাসা, যা প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। এ ভালোবাসার জন্য কবি জোর দাবি প্রকাশ করেছেন। কারণ ভালোবাসা ছাড়া মানবতা স্ফূর্তিত হবে না। অর্থাৎ, প্রশ্নোক্ত চরণটির সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

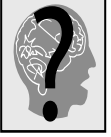
- উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতা পাঠে দুই কবির মানসিকতায় চমৎকার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। কারণ দুজনেই ভালোবাসার জন্য জোর দাবি তুলেছেন।
- ভালোবাসা মানে মনের সুকুমার বৃত্তির নান্দনিক রূপ। আর সুকুমার বৃত্তি আছে বলেই মানুষ সভ্য ও সুন্দর। যার মনে সুকুমার বৃত্তিগুলো কাজ করে না, তার আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সভ্যতায় শান্তি সৌন্দর্য বাড়াতে মনের এই সুকুমার বৃত্তির চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রয়োজন।
- ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলার জন্য উদ্দীপকের কবি মানুষের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। চিরচেনা এই পৃথিবীতে মানবতাবোধকে জাগিয়ে তোলা আজকের সবচেয়ে জোরালো দাবি। বিবেকের কাছে এ প্রশ্ন সবচেয়ে আবেদনময়ী। যদি

মানবতার চর্চা বাড়ে, তবে জাগবে ভালোবাসা। এ ভালোবাসা প্রাপ্তির জন্য হাহাকার ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবির কণ্ঠে আরো জোরালোভাবে ধ্বনিত হয়েছে।

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি ভালোবাসাকে সভ্যতার প্রতিশ্রুত অস্ত্র ও সৌন্দর্য সৃষ্টির একমাত্র অস্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ অস্ত্র করায়ত্ত করতে পারলেই কবি পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। পৃথিবীতে যত অন্যায়, নিপীড়ন সব হচ্ছে ভালোবাসাহীন নিষ্ঠুরতার ফলাফল। যদি ভালোবাসা জাগিয়ে তোলা যায়, তবে জাগবে মানবতা, জাগবে সৌন্দর্য, যা উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবিদ্বয়ের কণ্ঠে সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ, দুজনেই একই মানসিকতার ধারক।

উদ্দীপক ৪ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

গ্রিক এবং ট্রয় নগরীর যুদ্ধ—ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়। ট্রয় নগরীর প্রতি ইঙ্গিত মাটিতে মিশে আছে লাখ সৈনিকের রক্ত, অসংখ্য আহত ঘোড়ার হাহাকার, অগণিত মায়ের পুত্র শোকের আতনাদ আর জাতি—বিদ্রোহের পরিণাম।



- ক. জাত্যাভিমানকে বার বার পরাজিত করতে কী প্রয়োজন? ১
- খ. “বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী”— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় ট্রয় নগরীর ধ্বংসের ইতিহাসের যে ইঙ্গিত রয়েছে তার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. “আমাদের হিংস্র মানসিকতাই ট্রয়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটচ্ছে প্রতিনিয়ত”— উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে বিচার কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- জাত্যাভিমানকে বার বার পরাজিত করতে ভালোবাসা প্রয়োজন।

খ অনুধাবন

- “বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী” বলতে বিভিন্ন সভ্যতার পতনকে বোঝানো হয়েছে, যার পেছনে দায়ী একমাত্র মানুষ।
- সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য অনেক শতাব্দীর প্রয়োজন হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্মের নিরন্তর প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে এক একটি সভ্যতা। অথচ অল্পক্ষণেই তা ধ্বংস করা যায়। কোনো এক প্রজন্মের মানুষের ভয়াল হানাহানিতে শেষ হতে পারে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতা। শুধু ট্রয় নয়, পৃথিবীতে এমন অনেক সভ্যতাই মানুষের নিষ্ঠুরতায় হারিয়ে গেছে।

গ প্রয়োগ

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় ট্রয় নগরীর ধ্বংসের ইতিহাসের যে ইঙ্গিত রয়েছে তার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।
- ট্রয় এক সুবিশাল নগরীর নাম। প্রাচীনকালে এ নগরীতে উন্নতির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। মানুষ ছিল প্রবল শৌর্য—বীর্যের অধিকারী। কিন্তু তাদের মনে ভালোবাসার চেয়ে হিংস্রতা বেশি ছিল। ফলে গ্রিক নগরীর সাথে যুদ্ধ বাঁধলে ট্রয় নগরী ধুলোয় মিশে যায়।
- উদ্দীপকের ট্রয় ও গ্রিকের ঐতিহাসিক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। ট্রয়ের ভয়াবহ পতনের কথা আজো ইতিহাসের পাতায় নৃশংসতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শুধু ট্রয় নয়, অসংখ্য গ্রিক সেনারও প্রাণ ঘটেছিল এ যুদ্ধে। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাতেও কবি এই ঐতিহাসিক নৃশংসতাকে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্য দিয়ে কবি মূলত ধ্বংস হয়ে যাওয়া সকল সভ্যতার কথাই বলেছেন। অর্থাৎ, উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধ ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার সভ্যতার পতনের দিকটিতে সুন্দরভাবে উপমিত হয়েছে।

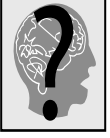
ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “আমাদের হিংস্র মানসিকতাই ট্রয়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটচ্ছে প্রতিনিয়ত”— উক্তির প্রমাণ উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।
- মানুষের চরিত্রে হিংস্রতা রয়েছে। এ হিংস্রতা যার চরিত্রে সুপ্ত, সুকুমার বৃত্তির চর্চা সেই বেশি করে, কিন্তু যার চরিত্রে হিংস্রতা প্রকট, সে শুধু অনর্থক ঝামেলা তৈরি করে। মানুষের রক্ত ঝরাতে তার কোনো কষ্ট হয় না। মূলত পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায় ও ধ্বংসের পেছনে এই হিংস্রতাই দায়ী।
- উদ্দীপকে গ্রিক ও ট্রয়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধ এবং এর ভয়াবহতা পাওয়া যায়। এ যুদ্ধে গ্রিকদের কাছে ট্রয় পরাজিত হয়েছিল। গ্রিকরা ভয়াবহ ক্রোধে ট্রয় নগরীকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। সভ্যতার এই পতনের কথা ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাতেও পাওয়া যায়। কবি ট্রয় নগরীর পতনের উদ্যোগের মাধ্যমে মূলত পৃথিবীর আগে অনেক সভ্যতার পতনের দিকটাই ইঙ্গিত করেছেন।
- সভ্যতা সৃষ্টি হয় ভালোবাসার টানে, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায়। আর ধ্বংস হয় ঘৃণা আর হিংসার কারণে। একেকটা সভ্যতা সৃষ্টির জন্য অনেক শতাব্দী ব্যয় করতে হয়েছে। বহু প্রজন্মের মানুষের শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সভ্যতা। কিন্তু ক্রোধ আর হিংস্রতার সামনে কোনোকিছুই টিকে থাকে না। হাজার বছরের সুনিপুণ সৃষ্টি নিমিষে ধ্বংসসূত্রে পরিণত হয়। ঠিক

যেভাবে ট্রয় ধ্বংস হয়েছে, যেভাবে আরো অনেক সভ্যতা এ পৃথিবী থেকে বিলীন হয়েছে এবং এ ধ্বংসের ধারাবাহিক ইতিহাসের পেছনে আমাদের হিংস্র মানসিকতাই দায়ী।

উদ্দীপক ৫ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

‘বংশে বংশে নাহিকো তফাত
বনেদি কে আর গর-বনেদি
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
দুনিয়া সবরি জন্ম বেদি।’



- ক. কে অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী? ১
খ. “আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী”— এখানে ‘অবিনাশী’ অস্ত্র বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
গ. “যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না”— লাইনটির সাথে উদ্দীপকের “বংশে বংশে নাহিকো তফাত”— ৩
লাইনের সাদৃশ্য দেখাও। ৪
ঘ. “মানুষ মানুষের জন্য”—উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবি অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী।

খ অনুধাবন

- “আমি সেই অবিনাশী অস্ত্রের প্রত্যাশী”, বাক্যে ‘অবিনাশী অস্ত্র’ বলতে ভালোবাসাকে বোঝানো হয়েছে।
- অস্ত্র মানেই ধ্বংস করা— বিনাশ করা। ‘অবিনাশী অস্ত্র’ মানে যে-অস্ত্রের ধ্বংস করার ক্ষমতা নেই। এ অস্ত্র হলো ভালোবাসা, ভালোবাসা শুধু সৃষ্টি করে। মানুষকে সৌন্দর্যের মন্ত্র শেখায়, পরিবেশকে আপন করে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কবি এজন্যই অবিনাশী অস্ত্র অর্থাৎ ভালোবাসার প্রত্যাশী। একমাত্র ভালোবাসাই পারে পৃথিবীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে।

গ প্রয়োগ

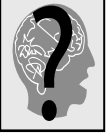
- “যে অস্ত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না”— এ লাইনের সাথে উদ্দীপকের “বংশে বংশে নাহিকো তফাত”— লাইনের মিল রয়েছে।
- পৃথিবীতে অসংখ্য জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ রয়েছে। কিন্তু এই জাতি, ধর্ম বা বর্ণ সবই মানুষের সৃষ্টি। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বস্তুত সকল মানুষ সমান। সকলের দেহে একই রক্তের চলাচল রয়েছে।
- উদ্দীপকে মানুষের মধ্যে সকল প্রকার ভেদাভেদকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবির মতে বংশের পার্থক্য বলতে কিছুই নেই। বনেদি বলে মানুষকে আলাদা করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ সবাই এই পৃথিবীর বুকে জন্মেছে। এই সাম্যের গান ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবির কণ্ঠেও রূপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির ভালোবাসা চাওয়ার একমাত্র কারণ হলো পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্ত পার্থক্য নিরসন করে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা জাগিয়ে তোলা। অর্থাৎ, কবিতার এ দিকটির সাথে উদ্দীপকের “বংশে বংশে নাহিকো তফাত”— লাইনটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “মানুষ মানুষের জন্য”— উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচারের দাবি রাখে।
- মানুষ সংসারে একা বাস করতে পারে না। জীবনের সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষেত্রেই একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। এই মুখাপেক্ষিতা সরলভাবে স্বীকার করার নামই ভালোবাসা, আর অস্বীকার করার মাধ্যমে সৃষ্ট অনাচারের নাম হিংসা।
- উদ্দীপকের কবি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একই কাতারে বন্দি করেছেন। কবির মতে, পৃথিবীর কেউ বনেদি বা গর-বনেদি নয়, সবাই মানুষ। এই পৃথিবীর মাটি সকলের জন্মস্থান, এর মাধ্যমে মূলত কবি পৃথিবীর মানুষের মনে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও মানবতাবোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবিও ভালোবাসার ব্যাপ্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবতার জয়গান গাওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবিকণ্ঠে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে শুধু অস্থিরতা, শুধুই হানাহানি। ফলে ধীরে ধীরে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। পৃথিবী ও মানুষকে এই আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ভালোবাসা, এর মধ্য দিয়ে মানুষ সহমর্মিতাবোধ সৃষ্টি করবে, পৃথিবীতে নেমে আসবে শান্তি। মানুষ মানুষের জন্য সহায়ক হবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ।

উদ্দীপক ৬ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধিক মুনাফার লোভে অপরিপাক্ত পরিসরে অসংখ্য মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করে একশ্রেণির ক্ষমতাবান ও ধনিক শ্রেণির মানুষ। সাভারের রানা প্লাজা ট্রাজেডি এই লোভের পরিণাম কেই জাতির সামনে তুলে ধরেছে।



- ক. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় আধিপত্যের প্রতি মানুষের কী রয়েছে? ১
খ. ‘পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র’ বলতে কী বোঝ?— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. “মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত”— চরণটির সাথে উদ্দীপকের রানা প্লাজার পতনের বিষয়টি তুলনা কর। ৩
ঘ. “রানা প্লাজা ট্রাজেডি মূলত লোভের কারণেই সংঘটিত হয়েছে”— ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে উক্তিটির সাদৃশ্য নির্ধারণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় আধিপত্যের প্রতি মানুষের লোভ রয়েছে।

খ অনুধাবন

- ‘পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র’ বলতে পৃথিবীর সেই সকল অস্ত্রকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো সৃষ্টি হয় শুধু ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির জন্যই।
- প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মানুষ অস্ত্র তৈরি করেছিল আত্মরক্ষার জন্য। ধীরে ধীরে সভ্যতার উৎকর্ষ যত ঘটেছে অস্ত্রও তত আগ্রাসী হয়ে পড়েছে। এখন অস্ত্র তৈরি হয় শুধু ধ্বংসের জন্য। নিরপরাধকে আঘাত করার জন্য। পৃথিবীর এই ভয়াবহ অস্ত্রসমূহের কারণে মানবজাতি দারুণভাবে বিপদাপন্ন।

গ প্রয়োগ

- “মানববসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত”— লাইনটির সাথে উদ্দীপকের রানা প্লাজার পতনের সাদৃশ্য রয়েছে।
- পৃথিবীতে সামান্য পরিমাণ মানুষ খুবই ধনী। আর বিপুলসংখ্যক মানুষ গরিব ও সাধারণ। এই সাধারণ মানুষগুলোর জীবনচারও সাধারণ। কিন্তু এদের শান্তিভাব বজায় থাকে না। ধনিক শ্রেণির লোভের আগুনে এসব সাধারণ মানুষের সুখের নীড় ঝলসে যায়।
- উদ্দীপকে ধনিক শ্রেণির লোভের পরিণাম ও জনসাধারণের ভাগ্যের নির্মম পরিণতি পাওয়া যায়। যার উদাহরণ হলো রানা প্লাজা মালিকের লোভের আগুনে কর্মরত অসংখ্য মানুষ ভবন ধসে মারা যায়। অথচ তারা এজন্য কোনোভাবেই দায়ী নয় এবং প্রস্তুতও ছিল না। এ আকস্মিক মৃত্যুবরণকেই ‘সেই অস্ত্র’ “কবিতায় ‘মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত’ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে, যা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘রানা প্লাজা ট্রাজেডি মূলত লোভের কারণেই সংঘটিত হয়েছে’— উক্তিটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে যৌক্তিক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
- লোভ হলো বাড়তি প্রাপ্তির মানসিক প্রণোদনা এবং এই প্রাপ্তি অবশ্যই আসে অন্যায় সংঘটনের মাধ্যমে। মানুষের মনে লোভ জাগলে সে সহজেই অন্যায় করতে পারে। অন্যের মৌলিক অধিকার হরণ করতে পারে। মূলত যাদের অন্তরে লোভ থাকে, তারা পশুর মতোই হিংস্র।
- উদ্দীপকে রানা প্লাজার ট্রাজেডির কথা পাওয়া যায়। এটা মূলত পোশাক শিল্পের ঘটনা, যেখানে অপ্রতুল পরিবেশে অধিক লোকবল নিয়োগ করে অন্যায়ভাবে অধিক উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। দুর্বল স্থাপনা হওয়ার কারণে হঠাৎ করেই রানা প্লাজা ধসে পড়ে এবং সেখানে কর্মরত অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আলোকে বলা যায়, এর জন্য দায়ী হলো মালিক পক্ষের লোভ।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাটি মূলত হিংসা নয়, ভালোবাসার কবিতা। এখানে কবি বিপন্ন পৃথিবীকে বাঁচাতে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেছেন। ভালোবাসা থাকলে পৃথিবীতে আর অনাচার ঘটবে না; বরং ঘরে ঘরে বিরাজ করবে সুখের বাতাস। মূলত ভালোবাসা না থাকার কারণেই মানুষ লোভী হয়। অন্যের অধিকার আর জীবন নিয়ে খেলা করে। যদি রানা প্লাজার মালিক পক্ষ লোভী না হতো, তবে এ দুর্ঘটনা হতো না, যা প্রশ্নোক্ত উক্তির যথার্থতা নিশ্চিত করে।

উদ্দীপক ৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

১৯৭১ সাল, বাংলার বুকে মৃত্যুর তান্ডব, হস্তারকের কালো থাবায় ছোপ ছোপ রক্ত। ভুলুগঠিত বাংলার সৌন্দর্য—সম্ভ্রম। দিগন্তে দিগন্তে আগুনের কালো ধোঁয়া। মৃত্যুর তান্ডবে থমকে আছে দখিনা বাতাস। সেখানে ফুলের সৌরভ নেই। শুধু লাশের গন্ধ, শুধু কচি প্রাণের ভীষণ চিৎকার।



- ক. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কোথায় নক্ষত্র খচিত থাকে? ১
খ. কী কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পজু—বিকৃত হয়?— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার মানুষের সৃষ্ট হিংস্রতার সাদৃশ্য দেখাও। ৩
৪

ঘ. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতা ও উদ্দীপকে যে ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে, তার অন্যতম কারণ হলো ভালোবাসার ঘাটতি— এ বিষয়ে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় আকাশে নক্ষত্র খচিত থাকে।

খ অনুধাবন

- মানব বসতির বুকে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত তথা মানুষের সৃষ্ট অনাচারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ পজু—বিকৃত হয়।
- ক্ষমতার লোভে পৃথিবীর ক্ষমতাসীনরা প্রতিনিয়ত লড়াই করছে। যুদ্ধ করে দিগন্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে মৃত্যুর মহামারী ছড়িয়ে দিচ্ছে। শুধু ক্ষমতালোভী প্রভুদের অনাসুখিতে অসংখ্য সাধারণ শান্তিকামী জীবন অশান্তিতে ভরে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এ জন্যই পজু—বিকৃত হচ্ছে।

গ প্রয়োগ

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের হিংস্রতার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তার সাথে উদ্দীপকের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।
- আধিপত্য ও ক্ষমতার লোভে মানুষ যুদ্ধ করে, রাজ্য বিস্তারের লোভে অন্য রাজ্যের জনসাধারণের জীবনে বইয়ে দেয় রক্তের স্রোত। এর উপমা মানব ইতিহাসে অসংখ্যবার রচিত রয়েছে।
- উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ভয়াবহতার কথা আলোকিত হয়েছে। এদেশের বুকে সে সময় নেমে এসেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। রাতের আঁধারে তারা শহরের বুকে রক্তগঞ্জা বইয়ে দিয়েছিল। অগণিত মানুষের লাশে সারাদেশ ভরে গিয়েছিল। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি এই হিংস্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। কবির মতে, যুদ্ধ লক্ষ লক্ষ মানুষকে পজু আর বিকৃত করে, যা উদ্দীপকের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতা ও উদ্দীপকে যে ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে, তার অন্যতম কারণ হলো ভালোবাসার ঘাটতি— এ বিষয়ে আমি ঐকমত্য পোষণ করি।
- যুদ্ধ কিংবা দাঙ্গা এসব আসে হিংস্রতা থেকে। হিংস্রতা ভালোবাসার সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান করে। যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে কখনোই হিংস্রতা থাকতে পারে না।
- উদ্দীপকে ১৯৭১ সালে এদেশে ঘটে যাওয়া বর্বরতার চিত্র ফুটে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা রাতের অন্ধকারে এদেশের বুকে স্থাপদের মতো নেমে এসেছিল। ঘন অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দেশে মৃত্যুর স্রোত বইয়ে দিল। এ ভয়াবহতা ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাতেও পাওয়া যায়। কবি যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখিয়েছেন পজু আর বিকৃত মানুষের আঁচড়চিৎকারে।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি ভালোবাসার ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য সকলের কাছে করুণা আবেদন করেছেন। কবির মতে একমাত্র ভালোবাসাই পারে এ পৃথিবী থেকে সমস্ত পঙ্কিলতা আর যুদ্ধ দূর করতে। এই সূত্র থেকে বলা যায়, যদি পশ্চিম পাকিস্তানি মানুষের মনে মানবতার প্রতি ন্যূনতম ভালোবাসা থাকত, তবে তারা ১৯৭১ সালে বর্বরতা চালাত না। এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, সকল যুদ্ধ সংঘটনের একমাত্র কারণ হলো ভালোবাসাহীনতা।

উদ্দীপক নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বজ্রোপসাগরের লঘুচাপের ফলে সৃষ্ট প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়, আইলা, সিডর যে ভয়াবহ আঘাত হানে সুন্দরবন তার বুক দিয়ে প্রথম চরম ধাক্কাগুলো প্রতিহত করে, গোটা দেশকে সুরক্ষা দেয়। সকল প্রকার দূষণকে হজম করে সে আমাদের জন্য অক্সিজেন ও নির্মল বাতাস সরবরাহ করে। আর বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদ—নদী আমাদের সুরক্ষা দেয় বন্যার কবল থেকে মুক্ত রেখে। আমাদের স্বার্থেই এগুলো রক্ষা করা তাই আমাদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় কর্তব্য।



- | | |
|---|---|
| ক. কবি কেমন নদী দেখতে চান? | ১ |
| খ. “অরণ্য হবে আরও সবুজ” বলতে কবি কী নির্দেশ করেছেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কোন বিষয়টি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে মূর্ত করে তোলে।”—মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর। | ৪ |

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবি কল্লোলিত নদী দেখতে চান।

খ অনুধাবন

- “অরণ্য হবে আরও সবুজ” বলতে কবি গাছপালা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করেছেন।
- জীবনধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন গাছের মাধ্যমেই সরবরাহ হয়। অথচ এই মানুষই প্রতিনিয়ত একের পর এক গাছ ধ্বংস করে চলেছে নিজের ব্যক্তিস্বার্থের তাগিদে। অপরপক্ষে গাছপালা বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের স্বাভাবিক জীবন হবে সুরক্ষিত। আলোচ্য কথাটি দিয়ে কবি এটিই নির্দেশ করেছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার প্রকৃতি রক্ষার অপরিহার্যতার বিষয়টিকে তুলে ধরে।
- বিনষ্ট করো না এবং অতিরিক্ত চেয়ো না— এটা প্রকৃতির আইন। আর তাই সুযোগসম্পন্ন মানুষ প্রকৃতিকে যত ধ্বংস করেছে প্রকৃতি ততটাই মানুষের প্রতি বিরূপ প্রভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, সুন্দরবন বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়কে প্রতিহত করে আমাদের দেশকে সুরক্ষা দিয়ে আসছে। আমাদের জন্য সরবরাহ করছে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন। আর নদীগুলো বন্যার প্রকোপকে অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির এসব উপাদানকে রক্ষা করা মানুষের জন্য আবশ্যিকীয় কর্তব্য বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি পৃথিবীতে ভালোবাসা ব্যাপ্ত করে প্রকৃতিকে আরও সুন্দর করে তুলতে চান। কল্লোলিত নদীর পাশাপাশি অরণ্যকে তিনি দেখতে চান আরও সবুজরূপে। কারণ এগুলোই মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। মূলত উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার প্রকৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেই গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার সম্পূর্ণ ভাবকে মূর্ত করে তোলে।”— মন্তব্যটি যথার্থ নয়।
- ভালোবাসার মাধ্যমেই জগৎকে সুন্দর করে তোলা যায়। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা, প্রাণিজগতের প্রতি ভালোবাসা কিংবা মানুষের প্রতি ভালোবাসাই মানুষকে যথার্থ জীবনযাপনে সাহায্য করে। এই ভালোবাসার প্রতিদানও মানুষ কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যায়। উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতা উভয়ক্ষেত্রে এই ভাব প্রকাশ পেলেও ব্যাপকতার পার্থক্য দেখা যায়।
- উদ্দীপকে মানবজীবনে প্রকৃতির বিশেষ ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সুন্দরবন একদিকে মানুষকে ঝড় থেকে রক্ষা করেছে অন্যদিকে অক্সিজেন আর নির্মল বাতাস দিয়ে সাহায্য করেছে প্রতিনিয়ত। এমনকি নদীগুলো মানুষকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করে চলেছে নীরবে। এজন্য প্রকৃতিকে ভালোবেসে রক্ষা করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার কথা একদিকে যেমন বলা হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মানুষের প্রতি ভালোবাসার সমান আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ পেয়েছে। এ কবিতায় কবি ভালোবাসার অস্ত্র প্রয়োগ করে প্রকৃতি ধ্বংসকারী অস্ত্রকে ধ্বংস করতে চান। যুদ্ধকে থামিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে ভালোবাসাই মুখ্য। এমনকি মানুষকে এক কাতারে বন্দি করার জন্য কবির কাছে ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই।
- উদ্দীপকে শুধু প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার ভাবটিকে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় প্রকৃতি ছাড়াও সমগ্র মানুষের মধ্যে ভালোবাসাকে ব্যাপ্ত করার ভাব রপ্ত করা হয়েছে। এজন্য বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার আংশিক ভাবে ধারণ করে, সম্পূর্ণটি নয়।

উদ্দীপক ৯ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিন অধ্যুষিত একটি অঞ্চল গাজা। এই অঞ্চলটি দখল করার জন্য ইসরাইল প্রতিনিয়ত পশুর মতো নির্বিচারে মানুষ মারছে। সন্ত্রাস দমনের নামে তারা গুলি ছুঁড়ছে, বোমা ফেলছে একের পর এক। কিছু সামরিক লোকের সাথে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে অসহায় নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ সর্বশ্রেণির মানুষ। আবার বেঁচে থেকেও বোমার আঘাতে কাউকে বা বরণ করে নিতে হচ্ছে পজুত। তাই জাতিসংঘ দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে আসছে।



- | | |
|---|---|
| ক. নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে কী ঝরে? | ১ |
| খ. “মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত” বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কোন বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. “যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের প্রত্যাশা আর ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবির প্রত্যাশা যেন একই মুদ্রার ৪ | |
- এপিঠ—ওপিঠ।”—মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে আগুন ঝরে।

খ অনুধাবন

- “মানববসতির বৃকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত” বলতে কোনো জনবসতিপূর্ণ স্থানে বোমা নিক্ষেপের ফলে যে ধ্বংসলীলা সৃষ্টি হয়—কবি তাকেই বুঝিয়েছেন।
- মানুষ মানুষেরই জন্য। আবার এই মানুষই অন্য মানুষের ধ্বংসের কারণ। নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন আর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই ক্ষমতাস্বার্থের বোমা মেরে জনবসতি পরিণত করে ধ্বংসস্তুপে। আলোচ্য কথাটি দিয়ে কবি এটিই বুঝিয়েছেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানুষের অসহায়তার বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।
- যুদ্ধ সবসময়ই ভয়ঙ্কর। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি শিকার হতে হয় বেসামরিক অসহায় মানুষগুলোকে। উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় এই বিষয়টিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
- উদ্দীপকে ‘গাজা’ নামক অঞ্চলটিতে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইল যুদ্ধ শুরু করেছে। তারা নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ছে, বোমা নিক্ষেপ করছে। সেই গুলি আর বোমার আঘাতে যতজন সামরিক লোক নিহত হচ্ছে তার চেয়ে বহুগুণে মৃত্যুবরণ করছে অসহায় বেসামরিক মানুষ। আর যারা বেঁচে থাকছে তাদের মেনে নিতে হচ্ছে মানবের জীবন। ঠিক একইভাবে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের জীবন মুহূর্তের মধ্যে নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে আকাশ থেকে আগুন বারে পড়ার মতো করে বোমা পড়ছে, মানুষ মরছে। আর তারই সাথে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বরণ করতে হচ্ছে পঙ্গুত্ব কিংবা বিকৃতি। বস্তুত যুদ্ধ নামের ধ্বংসলীলার মধ্যে সাধারণ মানুষের অসহায়তার এই বিষয়টিতে উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের প্রত্যাশা আর ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবির প্রত্যাশা যেন একই মুদার এপিঠ-ওপিঠ।” —মন্তব্যটি যথার্থ।
- কেউ যুদ্ধ করে মুক্তির জন্য, কেউ বা আবার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ নেমে পড়ে। কিন্তু কারণ যাই হোক, যুদ্ধে দুই পক্ষকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাই এই যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাউকে না কাউকে পালন করতে হয় অগ্রণী ভূমিকা।
- উদ্দীপকে অশান্ত গাজা অঞ্চলে মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধের করাল গ্রাসের সামনে বসে মানুষকে যেন মৃত্যুর প্রহর গুনতে হয়। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থেকে কাউকে আবার পরনির্ভরশীল হয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। অশান্তির বৃকে শান্তির বিস্তার ঘটাতে জাতিসংঘ তাই কাজ করে চলেছে। ঠিক তেমনি ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবিও ভালোবাসা নামক শান্তির বাণীতে মানব বসতির বৃকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ করতে চান। কারণ সেখানেও নাগাসাকি, হিরোশিমা মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ বোমার আঘাতে হয়ে পড়েছে পঙ্গু, বিকৃত। কবি তাই চান না আকাশ থেকে আর কোনো বোমা পড়ুক কিংবা ট্রয় নগরীর মতো অন্য কোনো অঞ্চল ধ্বংস হোক। এজন্য তিনি পৃথিবীতে ভালোবাসা ব্যাপ্ত করতে চান।
- পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে মানুষের মধ্যে শুববোধ জাগিয়ে জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি ভালোবাসার অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধাবসান ঘটিয়ে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। এই বিবেচনায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

উদ্দীপক ১০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

কমলবারু আর রহিম মিয়া একই গ্রামের দুইজন বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে তারা একে-অপরকে সাহায্য করে এসেছে নিঃস্বার্থভাবেই। অথচ তাদের ছেলেমেয়েরা তুচ্ছ সব ঘটনা নিয়ে এখন প্রায়ই জড়িয়ে পড়ে ধর্মীয় বিবাদে। শুরু হয় হিংসা, বিদ্বেষ, জাত্যভিমান আর অহংকারের বাড়াবাড়ি। আরও পরে আড়তের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ভেদাভেদ সূচিত হয় ভাইয়ে ভাইয়ে। তারা এখন শুধু বসবাস সূত্রে দূরে নয়, মনের দিক দিয়েও একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।



- ক. কবি পৃথিবীতে কী ব্যাপ্ত করতে বলেছেন? ১
- খ. মানুষের আধিপত্যের লোভকে কবি নিশ্চিহ্ন করতে চান কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “একমাত্র ভালোবাসাই মানুষের ভেদাভেদ দূর করে সমাবিষ্ট করতে পারে।”— উদ্দীপক ও ‘সেই অস্ত্র’ ৪
কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- কবি পৃথিবীতে ভালোবাসা ব্যাপ্ত করতে বলেছেন।

খ অনুধাবন

- মানুষের মধ্যে সমতা বিধানের জন্য কবি মানুষের আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করতে চান।
- পৃথিবীতে মানুষ যত পায় ততই চায়। এই পর্যায়ক্রমিক চাওয়া থেকে সে একসময় রূপান্তরিত হয় আধিপত্যবাদীতে। আধিপত্যবাদী এই মানুষের লোভের কারণে সাধারণ মানুষেরা বঞ্চিত হয় তাদের প্রাপ্তি থেকে। এজন্য কবি আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করতে চান।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার অন্তর্গত মানুষ-মানুষে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।
- মানুষ-মানুষে যখন ভেদাভেদ সৃষ্টি হয় তখন প্রতিটা মানুষই হয়ে পড়ে এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এমনকি মানুষের মনটাও তখন হয়ে পড়ে অনেক বেশি সংকুচিত। সবচেয়ে বড় কথা যেটি— এ পর্যায়ে মানুষের জীবন হয়ে যায় যান্ত্রিক, ভালোবাসাশূন্য।
- উদ্দীপকে দেখা যায়, ধর্মীয় বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রথম সূত্রপাত। পরবর্তীতে সেই বিচ্ছেদ আরও বেশি বিস্তৃত হয়েছে আড়তের ব্যবসা নিয়ে। এক পর্যায়ে নিজের ভাই থেকেই তারা সরে গেছে অনেক দূরে। অর্থাৎ, নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে তারা এখন একে-অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবিও এই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে উদ্ভিগ্ন। মানুষ যখন নিজের চাওয়াটাকে প্রধানরূপে বিবেচনা করে অন্যের চাওয়াকে হয় জ্ঞান করে তখনই এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের ওপর ভর করে। কবি তাই ভালোবাসা দিয়ে এই বিচ্ছিন্ন মানুষদের সমাবিষ্ট করতে চান। বস্তুতপক্ষে উদ্দীপকে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার একটি বিষয় মানুষ-মানুষে বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে আনা হয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “একমাত্র ভালোবাসাই মানুষের ভেদাভেদ দূর করে সমাবিষ্ট করতে পারে।”— মন্তব্যটি যথার্থ।
- মানুষের মধ্যে যখন হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার আর জাত্যভিমান বাসা বাঁধে তখন মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে। মানুষ একে অপরের প্রতি মুহূর্তেই হয়ে ওঠে আগ্রাসী। এই মানুষের শূভবৃদ্ধি তখন নেমে আসে শূন্যের কোঠায়, সেক্ষেত্রে কেবল ভালোবাসার রসই ভেদাভেদের শক্ত মাটিকে সমাবিষ্ট করে উর্বর করে তুলতে পারে।
- উদ্দীপকে কমলবাবু আর রহিম মিয়া একে-অপরের প্রতি সহানুভূতি, সৌহার্দ আর ভালোবাসা ছিল বলে বসবাস করতে পেরেছিল শান্তিতে। অথচ তাদের ছেলে-মেয়েরা জাত্যভিমান, ঈর্ষা, হিংসা আর অহংকারের ছোবলে পড়ে বিচ্ছিন্নতার জ্বালা ভোগ করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা, ভালোবাসা পাওয়া কিংবা দেয়ার মতো মনের অধিকারী কেউ ছিল না। অর্থাৎ, ভালোবাসাহীনতার জন্যই তাদের এই দুরবস্থা। অন্যদিকে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি বুঝেছেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার অভাবেই ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার জাত্যভিমানের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ভালোবাসা থাকলে এগুলোর বৃদ্ধি হতো না, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতো না মানুষের মধ্যে। কবি তাই পৃথিবীতে ভালোবাসা ব্যাপ্ত করতে চান। মানুষকে সমাবিষ্ট করার জন্য কবির কাছে ভালোবাসাই মুখ্য হাতিয়ার।
- উদ্দীপকের মানুষগুলো ভালোবাসাহীনতার কারণেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি মানুষকে সমাবিষ্ট করার জন্য ভালোবাসাকেই একমাত্র হাতিয়ার মনে করেছেন। তাই একমাত্র ভালোবাসাই মানুষের ভেদাভেদ দূর করে মানুষকে সমাবিষ্ট করতে পারে।

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

A b k x b i e ù v b e ৩৬ প্রশ্নোত্তর

১. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতাটি আহসান হাবীবের কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
 ① রাত্রিশেষ ② ছায়াহরিণ
 ③ বিদীর্ণ দর্পণে মুখ ④ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
 ২. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় ‘অমোঘ অস্ত্র’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ① মোহাবিষ্ট অস্ত্র ② অব্যর্থ অস্ত্র
 ③ অনন্য অস্ত্র ④ খেলনা অস্ত্র
- উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।
 কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর

মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর।

... ...
 প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
 স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

৩. উদ্দীপকের সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার মিল রয়েছে—

i. অহিংসায় ii. আত্মত্যাগে

iii. পারস্পরিক সৌহার্দে

নিচের কোনটি ঠিক?

① i ও ii ② i ও iii ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii

৪. উপর্যুক্ত মিলের যথার্থতা পরিলক্ষিত হয় নিচের কোন চরণে?

- ক ভালোবাসা দিয়ে সব জয় করা সম্ভব।
 খ অর্থবিলম্ব দিয়ে সব জয় করা যায়।
 গ পারস্পরিক সহযোগীতায় সমৃদ্ধি সাধিত হয়।
 ঘ স্বার্থপরতা ভালোবাসার অন্তরায়।

মাস্টার ট্রেনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ক কবি পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

৫. আহসান হাবীব কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?
 ক মাধবপাশা খ রানিশংকেল
 গ শংকরপাশা ঘ স্বরূপপাশা
৬. আহসান হাবীব কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
 ক ১৯০৭ সালে খ ১৯১১ সালে
 গ ১৯১৭ সালে ঘ ১৯২৭ সালে
৭. শেষ পর্যন্ত আহসান হাবীব কোন পেশায় যুক্ত ছিলেন?
 ক শিক্ষকতায় খ আইন পেশায়
 গ সাংবাদিকতায় ঘ প্রকাশনায়
৮. আহসান হাবীব কোন সালে 'দৈনিক বাংলায়' যোগ দেন?
 ক ১৯৫০ খ ১৯৬১ গ ১৯৬৪ ঘ ১৯৭৮
৯. আহসান হাবীব কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
 ক ১৯৭৮ সালে খ ১৯৮১ সালে
 গ ১৯৮৫ সালে ঘ ১৯৮৭ সালে
১০. কোন প্রতিষ্ঠানে আহসান হাবীব আইএ পাশ করেন?
 ক ব্রজমোহন কলেজ খ ঢাকা কলেজ
 গ জগন্নাথ কলেজ ঘ সিটি কলেজ
১১. আহসান হাবীবের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
 ক সারা দুপুর খ রাত্রিশেষ
 গ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো ঘ ছায়া হরিণ
১২. 'রাত্রিশেষ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
 ক ১৯৪০ খ ১৯৪৫ গ ১৯৪৭ ঘ ১৯৫৭
১৩. নিচের কোনটি আহসান হাবীব রচিত কাব্যগ্রন্থ নয়?
 ক মেঘ বলে চৈত্রে যাবো খ সারা দুপুর
 গ দু'হাতে দুই আদিম পাথর ঘ রাণী খালের সাঁকো
১৪. আহসান হাবীব রচিত উপন্যাস কোন দুটি?
 ক ছায়া হরিণ, অরণ্যে নীলিমা
 খ রাণী খালের সাঁকো, অরণ্যে নীলিমা
 গ মেঘ বলে চৈত্রে যাবো, রানী খালের সাঁকো
 ঘ দু'হাতে দুই আদিম পাথর, রানী খালের সাঁকো
১৫. আহসান হাবীব রচিত শিশুতোষ গ্রন্থ হলো—
 ক বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর খ ছোটদের পাকিস্তান
 গ ছুটির দিন দুপুরে ঘ উপরের সবকয়টি
১৬. আহসান হাবীবের কবিতায় কোন দিকটি শিল্পসম্মতভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?
 ক মধ্যবিভেক্ত বাস্তব জীবনবোধ খ বস্তুনিষ্ঠতা

- গ সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা ঘ উপরের সবকয়টি
১৭. আহসান হাবীব একাধারে ছিলেন—
 ক সাংবাদিক ও সমালোচক খ সাংবাদিক ও শিক্ষক
 গ সাংবাদিক ও কবি ঘ সাংবাদিক ও সমাজকর্মী
১৮. আহসান হাবীব মৃত্যুবরণ করেন কত খ্রিষ্টাব্দে?
 ক ১০ জানুয়ারি, ১৯৮৫ খ ১০ জুন, ১৯৮৫
 গ ১০ জুলাই, ১৯৮৫ ঘ ১০ আগস্ট, ১৯৮৫
১৯. মধ্যবিভেক্ত মনস্তাত্ত্বিক সংকট ফুটে উঠেছে আহসান হাবীবের কোন রচনায়?
 ক 'অরণ্যে নীলিমা' উপন্যাসটিতে
 খ 'পূর্বাশার আলো' কবিতায়
 গ 'রাণী খালের সাঁকো' উপন্যাসটিতে
 ঘ 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায়
২০. আহসান হাবীবের কোন কবিতাগুলো পাঠককে সহজে আকৃষ্ট করে?
 ক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা খ সামাজিক কবিতা
 গ রিগ্ধসুরের কবিতা ঘ কৌতুক মিশ্রিত কবিতা
২১. আহসান হাবীব কোন পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন?
 ক দৈনিক বাংলা খ দৈনিক প্রভাতী
 গ দৈনিক ইত্তেফাক ঘ দৈনিক আজাদ
২২. নিচের কোন কবিদ্বয় দৈনিক বাংলা পত্রিকায় কাজ করেছেন?
 ক আহসান হাবীব ও রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
 খ আহসান হাবীব ও শামসুর রাহমান
 গ আহসান হাবীব ও সৈয়দ শামসুল হক
 ঘ আহসান হাবীব ও সৈয়দ আলী আহসান
২৩. আহসান হাবীব কত খ্রিষ্টাব্দে একুশে পদক লাভ করেন?
 ক ১৯৬৮ সালে খ ১৯৫৮ সালে
 গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৪৮ সালে
২৪. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি নিচের কোন কবির রচনা?
 ক শামসুর রাহমান খ আহসান হাবীব
 গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ আল মাহমুদ
২৫. আহসান হাবীবের জন্ম কোন জেলায়?
 ক কুমিল্লা খ নোয়াখালী গ পিরোজপুর ঘ ফেনী
২৬. আহসান হাবীবের পিতার নাম কী?
 ক হামিজুদ্দিন হাওলাদার খ সিরাজ হাওলাদার
 গ কুতুবুদ্দিন হাওলাদার ঘ মিনার হাওলাদার
২৭. আহসান হাবীবের মাতার নাম কী?
 ক আসমা খাতুন খ আকলিমা খাতুন
 গ জমিলা খাতুন ঘ রাশেদা খাতুন
২৮. কবি আহসান হাবীবের কবিতা লেখার হাতেখড়ি কখন হয়?
 ক স্কুল জীবনে খ কলেজ জীবনে
 গ বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঘ সংসার জীবনে

২৯. কোন কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় কবিকে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় চলে যেতে হয়?
 ক) রাজউক কলেজ খ) ব্রজমোহন কলেজ
 গ) আইডিয়াল কলেজ ঘ) নটরডেম কলেজ
৩০. কবি আহসান হাবীব কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন কত সালে?
 ক) ১৯৪৭ সালে খ) ১৯৪৮ সালে
 গ) ১৯৪৯ সালে ঘ) ১৯৫০ সালে
৩১. 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার তৎকালীন নাম কী ছিল?
 ক) দৈনিক প্রথম আলো খ) দৈনিক যুগান্তর
 গ) দৈনিক বাংলাদেশ ঘ) দৈনিক পাকিস্তান
৩২. 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকার কোন বিভাগে আহসান হাবীব সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন?
 ক) অর্থনীতি সম্পাদক খ) রাজনীতি সম্পাদক
 গ) সাহিত্য সম্পাদক ঘ) ক্রীড়া সম্পাদক
৩৩. আহসান হাবীব বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন কত সালে?
 ক) ১৯৬১ সালে খ) ১৯৬২ সালে
 গ) ১৯৬৩ সালে ঘ) ১৯৬৪ সালে
৩৪. কত সালে কবি আহসান হাবীব একুশে পদকে ভূষিত হন?
 ক) ১৯৭৭ সালে খ) ১৯৭৮ সালে
 গ) ১৯৭৯ সালে ঘ) ১৯৮০ সালে

খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

৩৫. দেশ ও জনতার প্রতি কবির গভীর কী ছিল?
 ক) মহানুভবতা খ) ভালোবাসা
 গ) সৎবেদনশীলতা ঘ) মমত্ববোধ
৩৬. নিচের কোনটি আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ?
 ক) সাঁঝের মায়া খ) উদাস পথিক
 গ) ছায়াহরিণ ঘ) শেষ বিকেল
৩৭. আহসান হাবীব কী ফিরিয়ে দিতে বলেছেন?
 ক) সেই কবিতা খ) সেই অরণ্য
 গ) সেই অস্ত্র ঘ) সেই প্রেম
৩৮. কীসের করল গ্রাসে মানুষ মানবিকতালুপ্ত হয়ে পড়ে?
 ক) প্রেম ও ভালোবাসা খ) আশা ও স্বপ্ন
 গ) স্মৃতি ও কল্পনা ঘ) হিংসা ও স্বার্থপরতা
৩৯. যুদ্ধের নির্মমতার এক চিরায়ত দৃষ্টান্ত কোন নগরী?
 ক) রোম খ) ট্রয় গ) ব্যাবিলন ঘ) দিলি-
৪০. নোমানের সংসারে যখন নিরন্তর অশান্তি লেগেই আছে তখন তিনি সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। 'সেই অস্ত্র' কবিতা অনুযায়ী এই সুন্দর ব্যবহারকে কীসের সাথে তুলনা করা যায়?
 ক) সেই প্রতিশ্রুতি খ) সেই অস্ত্র
 গ) সেই আগুন ঘ) সেই চেতনা

৪১. বাংলার ক্লাসে শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন 'সেই অস্ত্র' কবিতায় 'সেই অস্ত্র' বলতে কবি কোনটিকে নির্দেশ করেছেন?
 ক) বিনয় খ) স্বপ্ন গ) সদাচরণ ঘ) ভালোবাসা
৪২. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উন্মোচিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ত্র কী হবে?
 ক) উদ্ভত খ) আনত গ) বিনীত ঘ) ধ্বংস
৪৩. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উন্মোচিত হলে অরণ্য কেমন হবে?
 ক) আরো নীল খ) আরো সবুজ
 গ) আরো লাল ঘ) আরো হলুদ
৪৪. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উন্মোচিত হলে নদী কেমন হবে?
 ক) আরো বেগবান খ) আরো উত্তাল
 গ) আরো কল্লোলিত ঘ) আরো দীঘল
৪৫. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উন্মোচিত হলে কোথায় আগুন জ্বলবে না?
 ক) খড়ের গাদায় খ) ফসলের মাঠে
 গ) নদীর তীরে ঘ) বুকের ভেতর
৪৬. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র উন্মোচিত হলে কী ঝাঁ ঝাঁ করবে না?
 ক) গৃহস্থালি খ) ফসলের মাঠ গ) প্রান্তর ঘ) মাঠ
৪৭. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে কোথা থেকে আগুন ঝরবে না?
 ক) স্বপ্নের মাঠ থেকে খ) নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে
 গ) রান্নাঘরের চুলা থেকে ঘ) পুড়ে যাওয়া স্মৃতি থেকে
৪৮. মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কোথায়?
 ক) নীল আকাশের বুক খ) সভ্যতার বুক
 গ) মানব বসতির বুক ঘ) নীলনদের বুক
৪৯. সেই অস্ত্র উন্মোচিত হলে বার বার কী বিধ্বস্ত হবে না?
 ক) সিন্ধুনগরী খ) ট্রয় নগরী
 গ) ব্যাবিলন নগরী ঘ) রোমনগরী
৫০. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র কাকে বার বার পরাজিত করে?
 ক) শত্রুকে খ) নিজে
 গ) জাত্যভিমানকে ঘ) জনতাকে
৫১. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র কীসের লোভকে নিশ্চিত করে?
 ক) অর্থের লোভ খ) বিত্তের লোভ
 গ) শক্তির লোভ ঘ) আধিপত্যের লোভ
৫২. কবির কাঙ্ক্ষিত অস্ত্র কাকে বিচ্ছিন্ন করে না?
 ক) হৃদয়কে খ) মানুষকে গ) শত্রুকে ঘ) বন্ধুকে
৫৩. কবি পৃথিবীতে কী ব্যাপ্ত করতে বলেছেন?
 ক) শিক্ষা খ) আধিপত্য গ) শক্তি ঘ) ভালোবাসা
৫৪. 'অরণ্য হবে আরো সবুজ' দ্বারা কী বোঝায়?
 ক) প্রকৃতি স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে খ) প্রকৃতি আরো নগ্ন হবে
 গ) প্রকৃতি আরো উন্মুক্ত হবে ঘ) প্রকৃতি আরো কোমল হবে

৫৫. ‘নদী আরো কল্লোলিত’- এখানে নদীর কোন রূপের কথা বলা হয়েছে?
 ক নদী প্রশান্ত হবে গ নদীর নাব্যতা বেড়ে যাবে
 ঘ নদী আরও তরঙ্গময় হবে ঙ নদীতে জোয়ার আসবে
৫৬. মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত কেন?
 ক মানুষের প্রতি মানুষের জিঘাৎসার কারণে
 গ মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার কারণে
 ঘ মানুষের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার কারণে
 ঙ আগুনের প্রতি ভালোবাসার কারণে
৫৭. ট্রয় নগরী কেন বিধ্বস্ত হয়েছিল?
 ক ভূমিকম্পের কারণে খ হেলেন-উদ্ভার অভিযানে
 গ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে
৫৮. ‘জাত্যাভিমান’
 ক জাতিগত অভিমান খ জাতিগত আধিপত্য বিস্তার
 গ জাতিগত অবিচার অনাচার ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে
৫৯. ‘আধিপত্যের লোভ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ক ভেতরের লোভলালসা খ ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা
 গ লোভী ব্যক্তির আধিপত্য ঘ জায়গা-জমির লোভ
৬০. ‘যে অসুত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না’ করে সমাবিষ্ট’- এখানে ‘সমাবিষ্ট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ক ভ্রাতৃবোধ তৈরি করা খ সমানভাবে আবিষ্ট হওয়া
 গ ভীষণভাবে আকৃষ্ট করা ঘ মন্ত্রমুগ্ধ করা
৬১. কবি পৃথিবীতে ভালোবাসার প্রত্যাভর্তন চেয়েছেন কোন পঙ্ক্তির মাধ্যমে?
 ক ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না
 খ আমাকে সেই অসুত্র ফিরিয়ে দাও
 গ নদী হবে আরো কল্লোলিত
 ঘ অরণ্য হবে আরো সবুজ
৬২. জাত্যাভিমানের কারণে পৃথিবীতে কী সংঘটিত হয়েছিল?
 ক বিশ্বশান্তি খ বিশ্বযুদ্ধ
 গ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ঘ ধ্বংসযজ্ঞ
৬৩. আধিপত্যের লোভের কারণে পৃথিবীতে কোন ঘটনাটি ঘটেছিল?
 ক উপনিবেশ স্থাপন খ বিশ্ববাণিজ্য
 গ টুইন টাওয়ার ধ্বংস ঘ জজিবিরোধী হামলা
৬৪. অমোঘ অসুত্র ‘ভালোবাসা’ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হলে কী হবে?
 ক সবাই প্রেমিক হবে
 খ হিংসা, লোভ, ঈর্ষা কমে যাবে
 গ ধ্বংসযজ্ঞ কমে যাবে ঘ সুন্দর গৃহস্থালি হবে
৬৫. ভালোবাসাকে ‘অমোঘ অসুত্র’ করার গুঢ় কারণ কোনটি?
 ক ভালোবাসা অসুত্র বিনাশে সমর্থ
 গ ভালোবাসা সব যুদ্ধক্ষেত্রে সফল
 খ ভালোবাসা শান্তি প্রতিষ্ঠায় অব্যর্থ
 ঘ ভালোবাসা সর্বকালে জয়ী

৬৬. ‘পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে’- পঙ্ক্তিটির মধ্য দিয়ে কোন বিষয়টি প্রকাশিত?
 ক পাখিদের কেউ বিরক্ত করবে না
 খ পৃথিবীতে শান্তি আসবে
 গ পাখিদের নতুন বাসা হবে ঘ পৃথিবী গতিশীল হবে
৬৭. প্রাচীন গ্রিসের স্থাপত্যকলায় নন্দিত শহর কোনটি?
 ক আবুজা খ কায়রো গ ট্রয় ঘ মিলান
৬৮. যুদ্ধের নির্মমতার একটি চিরায়ত দৃষ্টান্ত কোন নগর?
 ক রোম খ বার্সাই গ ট্রয় ঘ ব্যাবিলন
৬৯. ‘সেই অসুত্র’ কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?
 ক ছায়াহরিণ খ সারাদুপুর
 গ বিদীর্ণ দর্পণে মুখ ঘ রাত্রিশেষ
৭০. কবিতায় কবি কোন অসুত্রে ফিরে পেতে চাইছেন?
 ক আগ্নেয়াসুত্র খ ভালোবাসা
 গ অসুত্রবোমা ঘ একে ৪৭
৭১. মানুষের মাঝে হিংসা, লোভ না থাকলে পৃথিবীতে কী বিরাজ করবে?
 ক প্রশান্তি খ অশান্তি গ শান্তি ঘ ভ্রান্তি
৭২. হিংসা ও করাল গ্রাসে অনেকেই কী শূন্য হয়ে পড়বে?
 ক সম্পদশূন্য খ অর্থশূন্য
 গ মানবিকতাশূন্য ঘ অন্তঃসারশূন্য
৭৩. কবি একান্তভাবে কীসের প্রত্যাভর্তন কামনা করছেন?
 ক মনুষ্যত্বের খ ভালোবাসার
 গ হিংসাবিদ্বেষের ঘ মহানুভবতার
৭৪. ‘সেই অসুত্র’ কবিতায় ব্যবহৃত প্রাকৃতিক অনুজ্ঞাগুলো কী কী?
 ক অরণ্য, নদী, পাখি খ পাহাড়, সাগর, নদী
 গ অসুত্র, যানবাহন, অগ্ন্যুৎপাত ঘ নদী, সাগর, অসুত্র
৭৫. কবির প্রত্যাশিত অসুত্র উদ্ভোলিত হলে কোথায় আগুন জ্বলবে না?
 ক ধানের গোলায় খ ঘরবাড়িতে
 গ ফসলের মাঠে ঘ মানুষের অন্তরে
৭৬. কবি আহসান হাবীব ‘সেই অসুত্র’ কবিতায় চেতনা জুড়ে কাদের আর্তনাদ করার কথা বলেছেন?
 ক সংগ্রামী ছাত্রদের খ পঙ্কু-বিকৃত বিপর্যস্তদের
 গ সৈনিকদের ঘ কৃষকদের
৭৭. কবির মতে কীসের ব্যাপ্তি ঘটলে সমস্ত বিপর্যয়ের অবসান ঘটবে?
 ক ভালোবাসার খ সম্প্রীতির
 গ মূল্যবোধের ঘ প্রেমের
৭৮. ‘অরণ্য হবে আরো সবুজ
 নদী আরো কল্লোলিত
 পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে।’
 -কবিতাংশে কবি কী ব্যক্ত করেছেন?
 ক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি খ স্বাভাবিক প্রকৃতি

- গ) অস্বাভাবিক প্রকৃতি
 গ) নদী ও পাখির যোগাযোগ
৭৯. আহসান হাবীবের ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় সেই অমোঘ অনন্য অস্ত্রটি কী?
 ক) ভালোবাসা গ) হিংসা ঙ) ঝগড়া ঘ) পিস্তল
৮০. বিধ্বস্ত ট্রয় নগরী কীসের সাথে সম্পর্কিত?
 ক) হিংসা-বিদ্বেষ-দম্ভ ঙ) প্রতিযোগিতা
 গ) স্বেচ্ছাচার ঘ) বিকৃত মনোভাব
৮১. যুদ্ধের সাথে যুদ্ধের ভয়াবহতার সম্পর্ক—
 ক) হিংসা-বিদ্বেষ ঙ) বিকৃত মনোভাব
 গ) নির্ভরশীল ঘ) নির্মমতা-ধ্বংস
৮২. মানুষ মানুষকে শত্রু না ভাবার সাথে ভালোবাসা কীভাবে সম্পর্কিত?
 ক) ইতিবাচক প্রভাব ঙ) ইতিবাচক মনোভাব
 গ) পারস্পরিক সম্প্রীতি ঘ) কার্যকারিতায়
৮৩. ‘ভালোবাসা’ আর ‘শান্তির অস্ত্র’ কীভাবে তুলনীয়?
 ক) বৈপরীত্যে ঙ) সমতাবনায়
 গ) সম-বৈশিষ্ট্যে ঘ) কার্যকারিতায়
৮৪. ‘আমাদের চেতনা জুড়ে তারা করবে আর্তনাদ’-এর অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তিটা হলো—
 ক) যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া
 ঙ) যুদ্ধবিরোধী মননের প্রতিক্রিয়া
 গ) লোভ-হিংসার অবসান
 ঘ) নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের বিনাশ সাধন
৮৫. ‘যে অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে করে নিচ্ছি’- বলতে বোঝানো হয়েছে—
 ক) ভালোবাসা ও মানসিক শক্তির অনিবার্য প্রভাব
 গ) বিকৃত মানসিকতার জাগৃতি
 ঙ) আধিপত্যবাদের ক্ষতিকর প্রভাব
 ঘ) আধিপত্যের লোভের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি
৮৬. ‘মানুষ যেন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির সাথে যুদ্ধ না হয়’-কবির এ মনোবৃত্তির মধ্যে রয়েছে—
 ক) সহানুভূতি ও সহযোগিতার হৃদয়
 গ) বিদ্রোহী চেতনা
 ঙ) মর্মজ্বালার প্রতিফলন
 ঘ) শূন্য ও কল্যাণবোধ
৮৭. মানুষকে শত্রুভাবার বা কৃষকের দুঃখ-জ্বালার প্রকৃত উৎস হলো—
 ক) শোষণ-বঞ্চনা ঙ) ভালোবাসার ব্যর্থতা
 গ) মানবিকতার বিপর্যয় ঘ) লোভ-লালসা
৮৮. সকল মারণাস্ত্রকে পরাভূত করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হওয়ার লক্ষ হলো—
 ক) মানবসমাজে ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা
 ঙ) পৃথিবীতে ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা
 গ) মানবসমাজে মানবিকতার উদ্বোধন
 ঘ) পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা

৮৯. “সত্যতার সেই প্রতিশ্রুতি”-চরণটিতে কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে?
 ক) খাদ্যের অভাব পূরণ ঙ) দুঃখ-দুর্দশা নিরসন
 গ) মানব-প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘ) নবজাগরণ
৯০. “মানব বসতির বুকে মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্জু-বিকৃত।”-কবি এখানে কী বুঝিয়েছেন?
 ক) ভালোবাসা বিকশিত হলে বিপর্যয়ের অবসান ঘটবে
 গ) ভালোবাসার মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে
 ঙ) ভালোবাসার মাধ্যমে কৃষককে পঙ্জু ও বিকৃত করা
 ঘ) যুদ্ধ থেমে যাবে
৯১. ভালোবাসার কাছে জাত্যভিমান কেমন গুরুত্ব পায়?
 ক) সমান সমান গুরুত্ববহ ঙ) বার বার পরাজিত হয়
 গ) উৎসাহ দেয় ঘ) ক্ষমতা বাড়ায়
৯২. “যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বারবার পরাজিত।”-কবিতাংশে ব্যবহৃত ‘যে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ক) নেতা ঙ) পথপ্রদর্শক বা পাঞ্জেরি
 গ) ট্রয় নগরী ঘ) ভালোবাসা বা অবিনাশী অস্ত্র
৯৩. “বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী”-চরণটির পূর্বের চরণ কোনটি?
 ক) সেই অস্ত্র যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
 গ) যে অস্ত্র ব্যাপ্ত হলে
 ঙ) যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে
 ঘ) আমাদের চেতনাজুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ
৯৪. “সত্যতার সেই প্রতিশ্রুতি”-চরণটিতে কোন প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে?
 ক) খাদ্যের অভাব পূরণ ঙ) দুঃখ-দুর্দশা নিরসন
 গ) মানব-প্রেমের জাগরণ ঘ) নবজাগরণ
৯৫. ‘যে অস্ত্র মানুষকে বিছিন্ন করে না, করে সমাবিষ্ট’-এখানে ‘সমাবিষ্ট’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ক) ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করা
 গ) সমানভাবে আবিষ্ট হওয়া
 ঙ) ভীষণভাবে আকৃষ্ট করা ঘ) মন্ত্রমুগ্ধ করা
৯৬. ‘আধিপত্যের লোভ’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 ক) ভেতরের লোভ-লালসা ঙ) ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা
 গ) লোভী ব্যক্তির আধিপত্য ঘ) জায়গাজমির লোভ

গ) শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

৯৭. ‘অবিনাশী’ শব্দের অর্থ কী?
 ক) নাশকারী ঙ) চিরন্তন
 গ) আবিষ্কার ঘ) অবিকে নাশকারী
৯৮. কোনটি ‘অবিনাশী’ শব্দের সমার্থক নয়?
 ক) অক্ষয় ঙ) শাস্বত গ) চিরন্তন ঘ) ক্ষণস্থায়ী
৯৯. ‘অমোঘ’ শব্দটির সাথে সমার্থকভাবে তুলনীয়—
 ক) অব্যর্থ ঙ) শত্রু গ) গুরুত্বসহ ঘ) কার্যকর

১০০. 'সেই অসুত্র' কবিতায় 'অসুত্র' শব্দটির অল্‌তর্নিত অর্থ কোনটি?
 ক বন্দুক খ হিংসা-বিদ্বেষ
 গ প্রেম-ভালোবাসা ঘ ধারালো ছুরি
১০১. 'অনন্য' শব্দটির সমার্থক কোনটি?
 ক দ্বিতীয় খ বৈচিত্র্য
 গ অন্য ঘ অদ্বিতীয় বা অনুপম
১০২. 'কল্লোলিত' শব্দটির সমার্থক নয় কোনটি?
 ক তরঙ্গা-আওয়াজ খ কোলাহলমুখর
 গ পরম আনন্দমুখর ঘ কলধ্বনিতে মুখরিত
১০৩. সমাসনিষ্কপন নক্ষত্রখচিত শব্দটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?
 ক নক্ষত্রের ন্যায় খচিত খ নক্ষত্র ও খচিত
 গ নক্ষত্র দ্বারা খচিত ঘ যা নক্ষত্র তাই খচিত
১০৪. 'নক্ষত্রখচিত আকাশ'— প্রতীকশ্রয়ী শব্দটিতে গূঢ়ার্থ কী?
 ক তারকাশোভিত আকাশ খ জোসনা রাত
 গ উন্নত সভ্যতা ঘ চাঁদহীন আকাশ
১০৫. 'সেই অসুত্র' কবিতায় 'অগ্ন্যুৎপাত' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
 ক আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ খ শোষকের অত্যাচার
 গ অগ্নি-স্রোত ঘ শোষিতের যন্ত্রণা
১০৬. সন্ধিযোগে গঠিত 'জাত্যভিমান' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?
 ক জাতি + অভিমান খ জাত + অভিমান
 গ জাতী + অভিমান ঘ জাত + আভিমান
১০৭. 'খাঁ খাঁ করবে না—, খালি ঘরে উপযুক্ত শব্দ কোনটি?
 ক মাঠ-ঘাট খ গৃহস্থালি গ দোকানপাট ঘ রাস্তা
 াঘাট
১০৮. 'যে অসুত্র উত্তোলিত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অসুত্র হবে আনত'—চরণদ্বয়ের ভাবার্থ কী?
 ক ভালোবাসার দ্বারা সবকিছুকে জয় করা যায়
 খ অসুত্রের দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়
 গ অর্থের দ্বারা সবকিছু জয় করা যায়
 ঘ পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার ভালোবাসার কাছে হার মানে
১০৯. 'খাঁ খাঁ' শব্দের অর্থ কী?
 ক খাওয়া খ উপাধি গ শূন্যতা ঘ পদবি
১১০. 'অমোঘ' শব্দের অর্থ কী?
 ক অব্যর্থ খ চিরন্তন গ অনন্ত ঘ চরম
- ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)**
১১১. 'সেই অসুত্র' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?
 ক স্বরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত গ অক্ষরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর
১১২. 'সেই অসুত্র' কবিতার পর্ববিন্যাস কেমন?
 ক সম খ বিসম গ অসম ঘ তজ্জুর
১১৩. আহসান হাবীবের 'সেই অসুত্র' কবিতার উৎস হলো—
 ক ক্ষোভ খ হতাশা গ ভালোবাসা ঘ বেদনা

১১৪. আহসান হাবীবের 'সেই অসুত্র' কবিতার মৌল প্রতিপাদ্য কী?
 ক মানুষের ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করা
 খ মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করা
 গ মানুষকে শক্তিশালা করে তোলা
 ঘ মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে জয় করতে শেখা
১১৫. "আমাদের চেতনাজুড়ে তারা করবে না আর্তনাদ।"—চরণটির মর্মার্থ কী?
 ক শোষিত-নির্যাতিত যুদ্ধাহতদের যন্ত্রণা থামবে
 খ সকলে প্রাণ হারাবে
 গ শোষকের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করবে
 ঘ শোষিতেরা বোবা হয়ে যাবে
১১৬. 'সেই অসুত্র' কবিতায় কোন চরণটি দ্বারা পারিবারিক অশান্তি অবসানের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে?
 ক পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে
 খ যে অসুত্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না
 গ খাঁ খাঁ করবে না গৃহস্থালি
 ঘ লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পঙ্জু-বিকৃত
১১৭. 'সেই অসুত্র' কবিতার মূল বক্তব্য কী?
 ক অসুত্র ছাড়া শান্তি অসম্ভব খ অসুত্রই একমাত্র ভরসা
 গ শান্তির জন্য ভালোবাসাই শ্রেষ্ঠ অসুত্র
 ঘ হারিয়ে যাওয়া অসুত্রের জন্য শোক
১১৮. 'সেই অসুত্র' কবিতায় কোন কোন চরণটি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে?
 ক আমাকে সেই অসুত্র ফিরিয়ে দাও
 খ সেই অসুত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও
 গ সেই অসুত্র যে অসুত্র উত্তোলিত হলে
 ঘ সেই অমোঘ অনন্য অসুত্র
১১৯. 'সেই অসুত্র' কবিতায় ব্যবহৃত প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলো কী কী?
 ক অরণ্য, নদী, পাখি খ পাহাড়, সাগর, নদী
 গ অসুত্র, যানবাহন, অগ্ন্যুৎপাত ঘ নদী, সাগর, অসুত্র

উ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১২০. 'সেই অসুত্র' কবিতাটির নাম আর যা যা হতে পারত—
 i. ভালোবাসা ii. ট্রয় নগরী
 iii. সেই অমোঘ অনন্য অসুত্র
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২১. 'সেই অসুত্র' কবিতার কবির মতে, অনেকেই মানবিকতাপূন্য হয়ে পড়ে—
 i. অনাড়ম্বর ii. সহজ iii. গতিময়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২২. 'সেই অসুত্র' কবিতার কবির মতে, অনেকেই মানবিকতাপূন্য হয়ে পড়ে—

- i. হিংসার করাল গ্রাসে ii. স্বার্থপরতার করাল গ্রাসে
iii. অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৩. 'সেই অস্ত্র' কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে—
i. যুদ্ধের ভয়াবহতা ii. ভালোবাসার গুরুত্ব
iii. অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৪. কবি আহসান হাবীব ছিলেন—
i. স্ফটবাদী ii. আত্মগ্ন iii. স্বল্পভাষী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৫. কবি আহসান হাবীবের কবি প্রতিভার মূল সূর—
i. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ii. সুগভীর জীবনবোধ
iii. ব্যক্তিগত অনুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৬. আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ—
i. মেঘ বলে চৈত্রে যাবো
ii. ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা iii. বিদীর্ণ দর্পণে মুখ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৭. কবি আহসান হাবীব ভূষিত হয়েছেন—
i. একুশে পদকে
ii. বাংলা একাডেমি পুরস্কারে
iii. নাসিরউদ্দিন স্মরণপদকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৮. কবি আহসান হাবীব গভীর সংবেদনশীল ছিলেন—
i. নিজের প্রতি ii. দেশের প্রতি
iii. জনতার প্রতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৯. 'সেই অস্ত্র' কবিতা অনুযায়ী 'সেই অস্ত্র' পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হলে যে ঘটনাগুলো ঘটত—
i. প্রথম মহাযুদ্ধ ii. বিশ্ব শান্তি সম্মেলন
iii. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩০. 'সেই অস্ত্র' কবিতা অনুযায়ী সেই অস্ত্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হলে যে সমস্যাগুলোর সমাধান হতো—
i. রাজনৈতিক হানাহানি ii. হত্যা-খুন-গুম
iii. প্রেম-প্রীতি-বিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩১. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি পড়ে একজন ছাত্র জানতে পারবে—
i. অস্ত্রের ব্যবহার ii. ভালোবাসাই অমোঘ অস্ত্র
iii. মানবকল্যাণ বোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩২. 'খাঁ খাঁ' শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে শব্দগুলো—
i. ঠা ঠা
ii. হুম্ হুম্
iii. ঝিকমিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৩. 'বার বার বিশ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী' দ্বারা বোঝায়—
i. বড় বড় নগরী ধ্বংস হবে না
ii. বার বার ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে না
iii. পৃথিবীতে অশান্তি থাকবে না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৪. 'অস্ত্র' শব্দটি 'সেই অস্ত্র' কবিতায় যে অর্থে ব্যবহৃত—
i. সহায় ii. বিস্ফোরক iii. অবলম্বন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৫. 'আধিপত্যের লোভ' মানুষকে করে তুলতে পারে—
i. যুদ্ধবন্দেহী ii. প্রেমময় iii. দখলদার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৬. 'সত্যতার সেই প্রতিশ্রুতি' বলতে সত্যতার যে প্রতিশ্রুতিকে বোঝায়—
i. পৃথিবী ট্রয় নগরী হবে ii. পৃথিবী প্রেমময় হবে
iii. পৃথিবী হবে ধ্বংসযজ্ঞমুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৭. 'সেই অস্ত্রকে' অমোঘ অনন্য কিংবা অবিনাশী বলার মধ্য দিয়ে কবির যে মনোভাবটি প্রকাশ পায়—
i. ভালোবাসায় আস্থা
ii. ভালোবাসার শক্তি সম্পর্কে দ্বিধাহীনতা
iii. মানুষ হত্যায় অব্যর্থ বলে বিশ্বাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৮. 'অমোঘ' শব্দটি দ্বারা বোঝায়—
i. অব্যর্থ ii. সার্থক
iii. অবশ্যম্ভাবী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৯. 'সমাবিষ্ট' অর্থ হচ্ছে—

i. সমভাবে আবিষ্কৃত ii. সমবেত হওয়া

iii. সমাবেশ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪০. 'সেই অস্ত্র' কবিতার কবির মতে, ভালোবাসা থাকলে—

i. বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে না

ii. কৃষকের দুঃখ-জ্বালার অবসান হবে

iii. মানুষ মানুষকে শত্রু ভাবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪১. ট্রয় নগরী সম্পর্কে সঠিক তথ্য হলো—

i. প্রাচীন গ্রিসের একটি শহর

ii. যুদ্ধের কারণে বার বার ধ্বংস হয়েছে

iii. মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ ঈর্ষার শিকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪২. 'সেই অস্ত্র' উদ্ভোজিত হলে—

i. অরণ্য আরও সবুজ হবে

ii. অরণ্য ফ্যাকাশে হয়ে যাবে

iii. পৃথিবী অরণ্যশূন্য হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i গ i ও ii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪৩. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটির চরণসংখ্যা হলো—

i. ২১

ii. ৩১

iii. ৩৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i গ ii ঘ iii ঙ i, ii ও iii

১৪৪. 'জাত্যাভিমান' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে—

i. বংশগরিমা

ii. কুলবর্গ

iii. উচ্চ বংশে জন্মের অহংকার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪৫. 'সেই অস্ত্র' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা শিখবে—

i. মানবপ্রেম

ii. স্বদেশপ্রেম

iii. প্রকৃতিপ্রেম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪৬. আত্মগ্ন, স্ফটিক কবি আহসান হাবীব ছিলেন মূলত—

i. মৃদু ভাষী ও নরম প্রকৃতির

ii. মানবদরদি শিল্পী

iii. যুদ্ধবিরোধী মনোভাবাপন্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৪৭. বিশ্বব্যাপী বিদ্বেষের বিষবাক্ষ ছড়িয়ে থাকার কারণ হলো—

i. আধিপত্যের ঘৃণা, নিন্দনীয় ও বিকৃত মনোভাব

ii. মনুষ্যত্ববোধ ও মানবিকতার বিপর্যয়

iii. শূভ ও কল্যাণবোধ চর্চার অবনতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

চ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৮-১৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রহিমের সহপাঠীরা যখন একে অন্যের সঙ্গে মারামারি বাগড়াঝাটিতে লিপ্ত, তখন সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। কেউ তাকে আঘাত করলেও সে পাল্টা আঘাত না করে হেসে উড়িয়ে দেয়। ফলে সে সবার পছন্দের পাত্র হয়ে ওঠে।

১৪৮. উদ্দীপকের রহিমের মধ্যে 'সেই অস্ত্র' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

ক ঘৃণা গ ভালোবাসা ঘ জিঘাংসা ঙ বন্ধুত্ব

১৪৯. উদ্দীপকের রহিমের সহপাঠীদের মারামারিকে 'সেই অস্ত্র' কবিতার আলোকে কী বলা যায়?

ক জাত্যাভিমান

গ অহংকার

ঘ আধিপত্যের লোভ

ঙ হিংসার ফল

১৫০. উদ্দীপকের রহিমের মতো যদি সবাই সহনশীল হতো তাহলে 'সেই অস্ত্র' কবিতার যে ঘটনাগুলো ঘটতো না—

i. ট্রয় নগরী বিধ্বস্ত হতো না

ii. লক্ষ লক্ষ মানুষ পঙ্গু-বিকৃত হতো না

iii. যাবতীয় অস্ত্র আনতে হতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

* উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫১-১৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য করে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী— প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে
অথচ আমার সঙ্গে
হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র
আমি জমা দিই নি।

১৫১. উদ্দীপক ও 'সেই অস্ত্র' কবিতার সাদৃশ্যসূত্র—

i. দুটোতেই মানবীয় অনুভূতি গুরুত্ব পেয়েছে

ii. দুটোতেই অদৃশ্য অনুভবকে দৃশ্যমান বস্তু রূপ দেয়া হয়েছে

iii. দুটোতেই বিদ্রোহের কথা আছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঙ i, ii ও iii

১৫২. উদ্দীপকে হৃদয়কে বলা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র আর 'সেই অস্ত্র' কবিতার 'অস্ত্র' বলা হয়েছে কোনটিকে?

ক মনকে

গ ভালোবাসাকে

ঘ আত্মনাদকে

ঙ জাত্যাভিমানকে

১৫৩. উদ্দীপকের হৃদয় 'সেই অস্ত্র' কবিতার আলোকে অস্ত্র হতে পারে যে যুক্তিতে—

i. হৃদয়ের অনুভূতিই অস্ত্রের নিয়ন্ত্রক

<p>ii. হৃদয় অস্ত্রের মতোই শক্তিমান</p> <p>iii. হৃদয়ের অনুভব-ক্ষমতা অস্ত্রের সমতুল্য</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii</p> <p>* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৪-১৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।</p> <p>ক্রিমিয়ার যুদ্ধে অসংখ্য সৈনিক আহত হয়েছিল। তাদের অসহ্য জীবনযন্ত্রণা দূর করেছিলেন ফ্লোরেন্সে নাইটিজেল তাঁর সেবা দিয়ে। মানুষের প্রতি ভালোবাসার কারণে আজও পৃথিবীর বুকে তিনি অমর হয়ে আছেন।</p> <p>১৫৪. উদ্দীপকের সাথে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার সাদৃশ্য যে বিষয়ে—</p> <p>ক যুদ্ধের ঘটনায় খ মানবপ্রেমে</p> <p>গ প্রকৃতিপ্রেমে ঘ স্বদেশপ্রেমে</p> <p>১৫৫. ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার উদ্দীপকের মতো মানুষের কোন গুণটি কবি প্রত্যাশা করেছেন?</p> <p>ক বুদ্ধিমত্তা খ জ্ঞান দান করা</p> <p>গ ভালোবাসা ঘ মানুষকে উৎসাহিত করা</p> <p>* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৬-১৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।</p> <p>কবির তাঁর চাকুরিস্থলে এমন কথা বলে এবং ভাব দেখায় যে, সেই সবজানতা, সেই অভিজাত, সেই শ্রেষ্ঠ।</p> <p>১৫৬. ‘জাত্যভিমান’ কথাটির অর্থ হলো—</p> <p>ক জাতির অভিমান খ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি</p> <p>গ জাতির অহংকারী মনোবৃত্তি ঘ নিজ জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার অহংকারী মনোভাব</p>	<p>১৫৭. কবিদের মনোভাব জাত্যভিমানের সাথে সম্পৃক্ত কথাটির মধ্যে রয়েছে—</p> <p>ক স্থূল মনোভাব খ অহংকারী চেতনার বিকৃত প্রকাশ</p> <p>গ বিকৃত মনের পরিচয় ঘ নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রচেষ্টা</p> <p>* নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫৮-১৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।</p> <p>বিদ্রোহ, ঘৃণা ও আধিপত্যবাদের মনোভাব নিয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালে আমাদের দেশে নির্বিচারে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এদেশের মানুষকে পদানত করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। পরিবর্তে তাদেরকেই নির্লজ্জভাবে পদানত হতে হয়েছে।</p> <p>১৫৮. ‘আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও’-অস্ত্রটি কী?</p> <p>ক মারণাস্ত্র খ লোভ-লালসা</p> <p>গ ভালোবাসা ঘ সম্প্রীতি</p> <p>১৫৯. যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর নির্লজ্জ পরাজয়ের মূল কারণ তোমার বিচারে কোনটি?</p> <p>i. বিদ্রোহ, ঘৃণা ও আধিপত্যবাদের মনোভাব</p> <p>ii. হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিকৃত মনোভাব</p> <p>iii. পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির অভাব</p> <p>নিচের কোনটি সঠিক?</p> <p>ক i ও ii খ i ও iii</p> <p>গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii</p>
---	--

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

⊖ বাড়ির কাজ

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের যে হিংস্র মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।
- উদ্দীপকে দাসপ্রথার কথা রয়েছে। ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় মানুষের সংঘটিত অমানবিকতাগুলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় ভালোবাসার ফলাফল হিসেবে যে মানবতা প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় অবিনাশী অস্ত্র বলতে ভালোবাসাকে বোঝানো হয়েছে— এ কথাটি বিশ্লেষণ কর।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় প্রকৃতি বিপর্যয়ের যে কথা প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি ভালোবাসার ব্যাপ্তির মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবতাবোধের জাগরণ ঘটাতে চেয়েছেন তা বিশ্লেষণ কর।
- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় পৃথিবীতে শান্তির জন্য পরিবেশের সাবলীলতা প্রত্যাশার বিষয়টি বিশ্লেষণ কর।

⊖ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ‘সেই অস্ত্র’ কবিতায় কবি সেই অস্ত্র বলতে ভালোবাসাকে বুঝিয়েছেন।
- ভালোবাসা নামক অমোঘ অস্ত্র উদ্ভোলিত হলে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রাণঘাতি অস্ত্র আনতে হবে, অরণ্য সবুজ হবে, পাখিরা নীড়ে ঘুমাবে, নদী হবে আরো কল্লোলিত।
- ভালোবাসা নামক অস্ত্রের ব্যাপ্তি ঘটলে মারামারি ও হানাহানি হবে না, অসংখ্য মানুষ পঙ্জু-বিকৃত হবে না। ট্রয় নগরীর মতো ধ্বংস হবে না সভ্যতা।

- ♦ ভালোবাসা নামক অস্ট্র ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, জাত্যভিমান এগুলোকে বার বার পরাজিত করেছে। এ অস্ট্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, করে সুসংগঠিত।

টেক্সট বুক অ্যানালাইসিস

ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

- কবি আহসান হাবীব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : আহসান হাবীব পিরোজপুরের শংকরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ‘ছায়া হরিণ’ আহসান হাবীবের কী ধরনের রচনা?
উত্তর : ‘ছায়া হরিণ’ আহসান হাবীবের কাব্যগ্রন্থ।
- কবি আহসান হাবীব কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : কবি আহসান হাবীব ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- সেই অস্ট্র উদ্ভোলাত হলে নদী আরো কী হবে?
উত্তর : সেই অস্ট্র উদ্ভোলাত হলে নদী আরো কল্লোলিত হবে।
- সেই অস্ট্র উদ্ভোলাত হলে কোথায় আগুন জ্বলবে না?
উত্তর : সেই অস্ট্র উদ্ভোলাত হলে ফসলের মাঠে আগুন জ্বলবে না।
- মানব বসতির বুক কোথা থেকে আগুন ঝরবে না?
উত্তর : নক্ষত্রখচিত আকাশ থেকে মানব বসতির বুক আগুন ঝরবে না।
- কোনটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পজু-বিকৃত করবে না?
উত্তর : মুহূর্তের অগ্ন্যাংগাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পজু-বিকৃত করবে না।
- আমাদের চেতনাজুড়ে কারা আত্ননাদ করবে না?
উত্তর : আমাদের চেতনাজুড়ে পজু-বিকৃত মানুষেরা আত্ননাদ করবে না।
- ‘সেই অস্ট্র’ উদ্ভোলাত হলে বার বার কী বিধ্বস্ত হবে না?
উত্তর : ‘সেই অস্ট্র’ উদ্ভোলাত হলে বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী।
- কবি কীসের প্রত্যাশা করেন?
উত্তর : কবি অবিনাশী অস্ট্রের প্রত্যাশা করেন।
- কোন অস্ট্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়?
উত্তর : অবিনাশী অস্ট্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।
- ‘সেই অস্ট্র’ মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে কী করে?
উত্তর : ‘সেই অস্ট্র’ মানুষকে বিচ্ছিন্ন না করে সমাবিষ্ট করে।

খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

- “পাখিরা নীড়ে ঘুমোবে”— ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : পরিবেশ যদি শান্ত থাকে তাহলে পাখিরা নিজেদের নীড়ে ঘুমোবে।
মানুষের সৃষ্টি কাজে বনের গাছপালা ধ্বংস হওয়ার সাথে

- সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশও বিনষ্ট হচ্ছে। নিরুপদ্রব বাসস্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে বন্য প্রাণিগুলোর। তাই মানুষের মধ্যে যদি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় তাহলে মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং শান্তিময় পরিবেশে পাখিরা তাদের নীড়ে ঘুমোতে পারবে।
- “যে অস্ট্র উদ্ভোলাত হলে পৃথিবীর যাবতীয় অস্ট্র হবে আনত”— বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : ভালোবাসা নামক অস্ট্রটি উদ্ভোলাত হলে পৃথিবীর ধ্বংসের জন্য যে অস্ট্রগুলো সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো ব্যবহারের পরিসমাপ্তি ঘটবে।
প্রাচীনকালে মানুষ আত্নরক্ষার জন্য অস্ট্রের ব্যবহার শুরু করেছিল। কিন্তু এখন মানুষ ক্ষমতা আর আধিপত্য বিস্তারের জন্যই অস্ট্রের ব্যবহার করে। আর এ সকল অস্ট্রের কারণে মানবজাতি ও পৃথিবী দুইই বিপন্ন। তাই ভালোবাসা নামক অস্ট্রটি আনার কথা বলা হয়েছে।
 - “মুহূর্তের অগ্ন্যাংগাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে করবে না পজু-বিকৃত”— ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : হঠাৎ সৃষ্টি কোনো বিপদে মানুষকে কোনো পজুত্ব এবং বিকৃতির শিকার হতে হবে না, এটাই বলা হয়েছে এখানে।
পৃথিবীর মানুষের ক্ষমতার প্রতি লোভ বেড়ে যাওয়ায় প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। আর এসব মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সাধারণ মানুষের ক্ষয়-ক্ষতিই হয় বেশি। তাই যদি ভালোবাসা নামক অস্ট্রটি ব্যবহার করে এই বিকৃত মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহলে হঠাৎ কোনো দুর্যোগেরও সৃষ্টি হবে না এবং লক্ষ লক্ষ লোক হতাহতও হবে না। সমাজে শান্তিময় অবস্থা বিরাজ করবে।
 - “যে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমানকে করে বার বার পরাজিত”— চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : প্রশ্লোলিখিত চরণটি দ্বারা ভালোবাসা নামক অস্ট্রটিকে বোঝানো হয়েছে।
মানুষ অন্যকে ছোট করার জন্যই বৈষম্য সৃষ্টি করে। আর বৈষম্য কখনোই কোনো ভালো ফলাফল আনয়ন করেনি। তাই আমাদের উন্নতির জন্য মনের সমস্ত পজ্বিলতা দূর করতে হবে। আর ভালোবাসা নামক অস্ট্রটিই ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার এবং জাত্যভিমানকে বার বার পরাজিত করে—সেটিই এখানে বলা হয়েছে।
 - “যে অস্ট্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং করে সমাবিষ্ট”— এখানে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : এখানে ভালোবাসাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, একমাত্র ভালোবাসাই মানুষকে দূর হতে কাছে নিয়ে আসে।

পরস্পর ভালোবাসাহীনতার কারণে মানুষে-মানুষে হানাহানির পরিমাণ বেড়ে গেছে। এজন্য কবি ভালোবাসা নামক অস্ত্রটির আনয়নের কথা বলেছেন। কেননা, পৃথিবীকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে

ভালোবাসা নামক এই অমোঘ অস্ত্রটিই। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এটি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না; বরং সমাবিষ্ট করে।

► পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

১ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন-১১ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৯৯০ সালে মুক্তি পেয়ে প্রথম জনসভায় ম্যাভেলা বলেন, ‘আমি আপনাদের শান্তি, গণতন্ত্র ও মুক্তি নামে অভিবাদন জানাচ্ছি।’ শুধু কৃষ্ণাঙ্গদের দিকে নয়, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন যারা তাকে বছরের পর বছর জেলের ঘানি টানিয়েছেন, সেই নিপীড়কদের দিকেও। সেই হাত ছিল বিশ্বস্ত ও আন্তরিক।...তঁার প্রধান শক্তি ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা।

- ক. কোন অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়? ১
- খ. কবি কেন অমোঘ অস্ত্র ‘ভালোবাসা’ কে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করার কথা বলেছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ম্যাভেলার মনোবাসনার সঙ্গে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কবি আহসান হাবীবের মনোবাসনার সাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩
- ঘ. “মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য ম্যাভেলার সেই অমোঘ অস্ত্রটি ছিল ভালোবাসা।”- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. অবিনাশী অস্ত্র আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।
- খ. অমোঘ অস্ত্রটি, অর্থাৎ ‘ভালোবাসা’ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হলে পৃথিবী হয়ে উঠবে স্বর্গীয় শান্তির আবাস।
ভালোবাসা এমন এক শক্তি, যা ব্যাপ্ত হলে পৃথিবীর সকল অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার বন্ধ হয়ে যাবে। মুহূর্তেই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হবে কেবল ভালোবাসার দ্বারা। ভালোবাসার মাধ্যমেই এই পৃথিবী আবার সবুজ শ্যামলিমায় ভরে উঠবে। পৃথিবী হবে চিরশান্তিপূর্ণ স্থান। এজন্যই কবি ভালোবাসাকে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করার কথা বলেছেন।

২ টিপস্

- গ. প্রথমেই ম্যাভেলার মনোবাসনার বিষয়টি ভালোভাবে পড়ে বুঝতে চেষ্টা কর। তারপর কবিতাটি ভালোভাবে পড়ে দেখবে কবির মনোবাসনাতো ম্যাভেলার মনোবাসনার বিষয়গুলো কাজ করেছে। এবার সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর সাদৃশ্য বর্ণনা করে সহজ ভাষায় উপস্থাপন কর।
- ঘ. উদ্দীপকটি প্রথমে ভালো করে পড়ে দেখ ম্যাভেলার সম্প্রীতির বন্ধনের পেছনে ভালোবাসা বিষয়টি ক্রিয়াশীল। আবার কবিতার সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য এই বিষয়টিকেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বলা হয়েছে। তাই ভালোবাসা শব্দটিকে কেন্দ্র করে এবার মূল্যায়ন অংশে তোমার উত্তরের পক্ষে যৌক্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধর।

প্রশ্ন-২১ উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

২০০৩ সালে ইজা-মার্কিন বাহিনী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মিথ্যা অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে। আক্রমণের শুরুতেই তারা যুদ্ধবিমান থেকে হাজার হাজার টন বোমা ফেলে ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ সকল সরকারি স্থাপনা ধ্বংস করে। যুদ্ধবিমান থেকে ঢালাওভাবে বোমা নিক্ষেপ করায় এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ইরাকি জনগণ মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু এতেও ক্ষান্ত নয় মার্কিন বাহিনী। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধের নামে তারা মানুষ হত্যা করেছে কেবল ইরাকে তেল সম্পদকে লুণ্ঠন করার জন্য।

- ক. কোনটি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পজু-বিকৃত করবে না? ১
- খ. “বার বার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী”- এখানে ট্রয় নগরী বলতে লেখক কাকে বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকটির সঙ্গে ‘সেই অস্ত্র’ কবিতার কোন বিষয়টি প্রতিনিধিত্বকারী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “ইজা-মার্কিন বাহিনীর আধিপত্যের লোভকে নিশ্চিহ্ন করার একমাত্র মোক্ষম অস্ত্র হলো- ভালোবাসা।”- মন্তব্যটি যাচাই কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. মুহূর্তের অগ্ন্যুৎপাত লক্ষ লক্ষ মানুষকে পজু-বিকৃত করবে না।
- খ. “বারবার বিধ্বস্ত হবে না ট্রয় নগরী”- এখানে ট্রয় নগরী বলতে সুন্দর সুশোভিত পৃথিবীকে বোঝানো হয়েছে।
ট্রয় নগরী ছিল তুরস্কের অন্তর্গত অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সুন্দর আর সুশোভিত এক নগরী। কিন্তু গ্রিস অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে এই নগরী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। যুদ্ধের মধ্যে এমনিভাবে জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় আমাদের অপরিচিত সৌন্দর্যময়ী এই বসুধা। তাই বলা যায় যে, ট্রয় নগরী বলতে এই সাজানো-গোছানো অপরূপ রূপের লীলাভূমি

আমাদের বসুন্ধরাকেই বোঝানো হয়েছে।

➔ টিপস্

- গ. উদ্দীপকটি ভালোভাবে পড়ে এর প্রেক্ষাপটটি চিহ্নিত কর। এরপর কবিতাটি ভালোভাবে পড়লে দেখবে এই বিষয়টি ‘ সেই অস্ৰ ’ কবিতায় কিছুটা ভিন্নভাবে কোনো নির্দিষ্ট নাম ছাড়া ধ্বনিত হয়েছে। এবার বিষয় দুটির সাদৃশ্য বর্ণনা করে সেগুলো যে একটি অপরটির প্রতিনিধিত্বকারী তা সহজ ভাষায় প্রতিপন্ন কর।
- ঘ. প্রথমেই উদ্দীপকটি পড়ে যুদ্ধ মানবিকভাবে কীভাবে বন্ধ করা যায় তা উপলব্ধি কর। এরপর কবিতাটি পড়লে দেখবে কবিতাতেও যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য কবি ঐ বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়েছেন। এবার মূল্যায়ন অংশে তোমার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা লিখে বিষয়টির যথাযোগ্যতা প্রতিপন্ন কর।